আক্বীদা সম্পর্কীয় কিছু দারস

دروس في العقيدة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

دروس في العقيدة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
دروس في العقيدة – بنغالي / الزلفي ١٤٢٥
١٢٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٦-٦٢- ٨٦٤-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-العقيدة الإسلامية أ. العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٧٣٠

رقم الإيداع : ١٤٢٥/٧٣٠
ردمك : ٦-٦٢- ٨٦٤-٩٩٦٠

دروس في العقيدة

আক্বীদা সম্পর্কীয় কিছু দারস

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة:]

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং মু'মিনগণও; সকলে বিশ্বাস করেছে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণেকে, তাঁর কিতাবসমূহেকে এবং তাঁর রাসূলগণকে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫)

উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) [رواه البخاري ومسلم]

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক

ব্যক্তি যা নিয়ত করে, সে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত সেই নিয়তেই হয়েছে।" (বুখারী-মুসলিম)

এই হাদীস হল প্রত্যেক কাজের মূল। হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আমলসমূহ গ্রহণ হওয়া ও না হওয়া এবং তার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নির্ভর করে নিয়তের উপর। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুর নিয়ত করবে, সে তাই-ই পাবে, যার সে নিয়ত করেছে। আমলের বাহ্যিক দিক কখনো ভাল হলেও নিয়তের মধ্যে ইখলাস না থাকার কারণে তা আমলকারীর উপকারে আসে না। ক্বুরআনের (নিম্নের) আয়াতগুলি তা প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلا لله الدِّينُ الخَالِص﴾ [الزمر: ٣]

"সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর জন্যই করতে হবে।" (যুমার ৩)

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين﴾

"তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেস করে।" (সূরা বায়্যিনা ৫)

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك﴾ [الزمر: ٦٥]

"যদি শির্ক কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে।" (সূরা যুমার ৬৫)

আর উক্ত হাদীসে এ কথাও রয়েছে যে, আমলের প্রকৃত সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। কাজেই বান্দার উচিত হল, স্বীয় আমলকে তার প্রতি- পালকের জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ করা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অন্য উদ্দেশ্য থেকে তা স্বচ্ছ রাখা। আমল দ্বারা তার লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

(উক্ত) হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণ হয় যে, আমলের সম্পর্ক হল, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে, বাহ্যিকের সাথে নয়। কোনো মানুষের বাহ্যিক দিক দেখে ধোঁকা খেলে চলবে না। কেননা, তার নিয়তে খারাবী থাকতে পারে। তবে মানুষের ব্যাপারে ভাল ধারণাই রাখতে হবে। নিয়তের কারণেই ইবাদতে মানুষের মধ্যে তারতম্য ও তফাৎ সূচিত হয়। কসম খাওয়া, মানত করা ও তালাক্ব দেওয়া ইত্যাদি সহ যাবতীয় শর্তাবলী, বন্ধন ও চুক্তিসমূহে নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। তাই যে ভুলে যায়, যাকে বাধ্য করা হয় এবং পাগল ও ছোট শিশুর উপর (শরীয়তী) কোনো বিধান জারী হয় না। যে যার নিয়ত করে, সে তাই-ই পায়। তবে সে যার নিয়ত করে না, তা কি সে পাবে? এটা মতানৈক্যের ব্যাপার। আর নিয়ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত হতেও পারে না। হাদীসে রিয়া (লোক দেখানো কাজ করা) ও খ্যাতি লাভের জন্য কোনো কাজ করার নিন্দা করা হয়েছে। কেননা, এই দু'টিতে উদ্দেশ্য হয় গায়রুল্লাহ। নেক কর্মসমূহ নিয়ত ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার নিয়ত করবে আর আখেরাতকে বানাবে তার অনুসারী, সে আখেরাত থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে যে প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের নিয়ত করবে এবং দুনিয়াকে বানাবে তার অনুগামী, সে দুনিয়াও অর্জন করবে এবং পরকালে উত্তম সওয়াব লাভেও ধন্য হবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় আমল দ্বারা মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবে, সে শির্ক- কারী বিবেচিত হবে। আর এই হাদীস দ্বারা মহান আল্লাহর সূক্ষ্মজ্ঞান এবং যাবতীয় গোপন তথ্য সম্পর্কে যে তিনি সম্যক জ্ঞাত, তাও প্রমাণ হয়। অনুরূপ প্রমাণ হয় যে, তিনি দুনিয়াতে তাঁর সৃষ্টির দোষ ঢেকে রাখেন। কেননা, তিনি

দুষ্টজনদের নিকৃষ্টতম নিয়ত দরুন অপমানিত করেন না। হাদীস দ্বারা এও প্রমাণ হয় যে, বেশী আমল লক্ষণীয় নয়, বরং লক্ষণীয় হচ্ছে তার সৎ নিয়ত। আর সৎ নিয়তের অর্থ হল ইখালাস থাকা এবং সঠিক তরীকা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। আমল সামান্য হলেও তা যদি ইখলাসের সাথে করা হয়, তবে তাই-ই যথেষ্ট হয়। আর এ ব্যাপারে হাদীসও এসেছে। বান্দার কর্তব্য আমল শুরু করার পূর্বে স্বীয় নিয়তকে ঠিক করে নেওয়া। নিয়ত ব্যতীত কোনো আমলই গৃহীত হয় না, তাতে তা ফরয হোক বা নফল। আর মৌখিক নিয়ত যে ক্ষেত্রে হাদীসে প্রমাণিত সে ক্ষেত্রে ছাড়া বৈধ নয়।

ইসলাম ও ঈমান একই জিনিসের দু'টি নাম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَفْدُ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِالله وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِالله وَحْدَهُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ

الْخُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ)) [رواه البخاري ٥٣ ومسلم ١٧]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল ক্বায়সের লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে আসে, তখন তিনি-ﷺ-জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো গোত্রের লোক বা দূত?" তারা বলল, রাবীআ। তিনি বললেন, "শুভাগমন হোক এই গোত্রের বা দূতের। (তোমাদের এই আগমন) লাঞ্ছনাদায়ক ও অনুতপ্তের হবে না। তারা বলল, আমরা আপনার কাছে পবিত্র হারাম মাস ছাড়া (অন্য সময়ে) আসতে পারি না। আমাদের ও আপনার মাঝ পথে রয়েছে এই কাফের গোত্র 'মুযার'। কাজেই আমাদেরকে সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানাতে পারি এবং এর মাধ্যমে আমরা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিলেন এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার হুকুম দিয়ে বললেন, "তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহ প্রতি ঈমান আনাটা কি?" তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ (মা'বুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর রাসূল। আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং রমযানের রোযা রাখা। এ ছাড়া গণীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী থেকে) এক পঞ্চ মাংশ দান করবে। আর তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি

সবুজ কলসী লাউয়ের শুকনা খোল, কাষ্ঠপাত্র এবং আল- কাতরা মাখানো বাসন ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা এ বাণী সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের অন্যান্য লোকদের জানিয়ে দাও।" বুখারী ৫৩ ও মুসলিম১৭)

হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়, যাবতীয় আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। আলেমের পক্ষ থেকে সমষ্টিগতভাবে বর্ণনা দেওয়ার পর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্তাহাব, যাতে তার কথা বুঝা যায়। ইলমের মৌলিক বিষয়গুলি ও বড় বড় মাসআলা প্রথমে আরম্ভ করা এবং নসীহত করার সময় সংক্ষিপ্ত করা, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। হাদীসটির প্রতি লক্ষ্যকারী তাতে নির্দেশিত জিনিস পাবে পাঁচটি। (অথচ চারটি জিনিসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। ব্যাপার হল, এক পঞ্চমাংশ দান করা যাকাতেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তা মাল সম্বন্ধীয় অধিকার। এইভাবে তা চারটিই হয়। কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণের কথা হল, চারটি নিষিদ্ধ বস্তুর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কাজেই বিশুদ্ধ হাদীসে এই পানপাত্রে পান করার বৈধতার কথা এসেছে। তবে নেশাজাতীয় জিনিস পান করা যাবে না। হাদীসে জ্ঞানের সংরক্ষণ, মানুষের মাঝে তার প্রচার-প্রসার এবং পালাক্রমে তা অন্বেষণ করার প্রতি উদ্বদ্ধু করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম- গণের কথা হল (উক্ত হাদীসে) হজ্জের উল্লেখ না থাকার কারণ হল, তখন হজ্জ ফরয হয়নি। কোনো দূত এলে তার নাম ও তার বংশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বৈধ বরং এটাই সুন্নাত। আগমনকারী ও অতিথির প্রতি প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি ও তার থেকে একাকীত্ব ভাব দূর করার নিমিত্তে তাকে শুভাগমন জানানোর কথা প্রমাণ হয়। হাদীসে ঈমানের ব্যাখ্যায় ইসলামের রুকনসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।আর এটা হয় পৃথক অবস্থায়। অর্থাৎ যখন কোনো

স্থানে শুধু ইসলামের উল্লেখ থাকবে অথবা শুধু ঈমানের উল্লেখ থাকবে, তখন (ইসলাম ও ঈমান) একে অপরকে শামিল হবে। কিন্তু যখন ইসলাম ও ঈমান একই স্থানে আসবে, তখন উভয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ؟)) قَالُوا: الصَّلَاةُ. قَالَ: حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا)) قَالُوا: الزَّكَاةُ. قَالَ: ((حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا)) قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ: ((حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ)) قَالُوا: الْحَجُّ. قَالَ: ((حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ)) قَالُوا: الْجِهَادُ. قَالَ: ((حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ)) قَالَ: إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ))

[أحمد/ صحيح الجامع]

বারা ইবনে আ'যেব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম-ﷺ-এর নিকটে বসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ইসলামের সুদৃঢ় হাতল কোনটি?" সাহাবাগণ উত্তরে বললেন, নামায। তিনি বললেন, "ভাল, তবে এটা নয়।" তাঁরা বললেন, যাকাত। তিনি বললেন, "ভাল তবে এটা নয়।" তাঁরা বললেন, রমযান মাসে রোযা রাখা। তিনি বলবেন, "ভাল তবে এটা নয়।" তাঁরা বললেন, হজ্জ। তিনি বললেন, "ভাল, তবে এটা নয়।" তাঁরা বললেন, জিহাদ। তিনি বললেন, "ভাল, তবে এটা নয়।" (অতঃপর) তিনি বললেন, "ঈমানের সুদৃঢ় হাতল হল, তুমি আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসবে এবং আল্লাহর নিমিত্তে শত্রুতা পোষণ করবে।" (আহমদ/ সাহীহুল জামে)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের বিভিন্ন হাতল রয়েছে। আর শত্রুতা ও বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্যই ভালবাসা ও আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাই মুসলিমের উপর ওয়াজিব হল, আল্লাহর অনুগতজনদের ভালবাসা এবং তাঁর অবাধ্য- জনদের ঘৃণা করা। পার্থিব বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা তার বহু ঊর্ধে। আবার কখনো এই ভালবাসা পরিমাণ ভিত্তিক হয়। তাই বান্দাকে ভালবাসতে হয় ততটা, যতটা তার আনুগত্যের পরিমাণ থাকে এবং তাকে ঘৃণা করতে হয় ততটা, যতটা তার অবাধ্যতার পরিমাণ থাকে। আবার কখনো একই ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা ও ঘৃণা দুটিই একত্রিত হয়। কেননা, তার মধ্যে আনুগত্য ও অবাধ্যতা দু'টিই থাকে। মানুষের প্রতি বান্দার ভালবাসা ও ঘৃণা শরীয়তের ভিত্তিতে হওয়াই উচিত।

আল্লাহর বাণী

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]

"মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল, তোমরা ঈমান আনো নাই, বরং বল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করছি। কেননা, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই।" (সূরা হুজুরাত ১৪)

عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا، وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي

مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ)) [رَوَاهُ البخاري ومسلم ٢٧-١٥٠]

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ সেখানে ছিলেন। তিনি-ﷺ-একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সেই ব্যক্তিই ছিল সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মু'মিন বলে জানি। তিনি বললেন, "না, মুসলিম বল।" তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম, আপনি অমুককে বাদ দিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম বল।" তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আবার পূর্বের জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে সা'দ! আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার (যাকে দান করি) চেয়ে বেশী প্রিয় হয়। এই আশঙ্কায় (এরূপ করি) যে, (সে কোনো গুনাহের কাজ করে বসলে) আল্লাহ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দিবেন।" (বুখারী২৭-মুসলিম১৫০)

হাদীসে রয়েছে যে, ঈমান ইসলামের অনেক ঊর্ধে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম হয়, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মু'মিন হয় না। সন্দেহ ও

সংশয় দূর করার নিমিত্তে আলেমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যায় ও তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা যায়। তবে তাকে যেন বিরক্ত করার জন্য না হয়। আর দুনিয়া লাভ ঈমানে মানুষের স্তর আনুপাতিক নয়। অনুরূপ মালের দ্বারা (দ্বীনের) দাওয়াত দেওয়া ও মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করা যায়। হাদীস দ্বারা এও প্রমাণ হয় যে, তিনি-ﷺ-তাঁর উম্মাতের প্রতি বড় যত্নশীল ও দয়াবান ছিলেন। আর এও জানা গেল যে, আলেম তার অনুসারীদের এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দিবে এবং তার সঠিক লক্ষ্য বলে দিবে, যা তাদের কাছে অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। অনুরূপ যে ব্যাপারটা অন্তরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়, তা আলেমকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে (অন্তর থেকে) তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। সাধারণ মালের উপর ইমামের হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োজন অনুযুয়ী সাধারণের কল্যাণে তা ব্যয় করা জায়েয। কেননা, এতে দ্বীনের সহযোগিতা হয়।

ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة:٢٠٨]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা বাক্বারা ২০৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)) [رواه مسلم ١٥٣]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এই উম্মাতের যে কেউ আমার ব্যাপারে শুনবে, তাতে সে ইয়াহুদী হোক, বা খ্রীষ্টান, অতঃপর সে যদি সেই জিনিসের উপর ঈমান না এনেই মারা যায়, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তাহলে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মুসলিম ১৫৩)

হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (দ্বীনের) দাওয়াত সকল ধর্মাবলম্বী এবং সকল বিশ্ববাসীর জন্য ব্যাপক ছিল। তাঁর শরীয়ত পূর্বের সমস্ত শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে। হুজ্জত কায়েম করার জন্য (দ্বীনের) দাওয়াত অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যাবশ্যক। বিষয়কে পাকাপোক্ত সাব্যস্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা যায়, যদিও তা শপথ-গ্রহণকারীর কাছে তলব না করা হয়। আল্লাহর হাতের প্রমাণ হয়, যা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাদের কাছে (দ্বীনের) দাওয়াত পৌঁছে না, তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত। রাসূলু ল্লাহ-ﷺ-প্রেরিত হওয়ার পর সকল ধর্ম বাতিল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

[آل عمران:٨٥]

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও

তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" (সূরা আল-ইমরান ৮৫)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله)) [رواه البخاري ومسلم ٢٥-٢١]

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর রাসূল। আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন এগুলো করবে, তখন তারা তাদের রক্ত ও ধন আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। তবে ইসলামের হক বাদে। আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট থাকবে।" (বুখারী২৫-মুসলিম ২১)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতেন না। তিনি কেবল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারীকারী এবং বার্তাবাহক ছিলেন। কর্মসমূহ ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। যে নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল। অনুরূপ যে যাকাত দিতে অস্বীকার করল সেও কুফরি করল। তাওহীদ হল প্রথম কাজ। হাদীস দ্বারা মুর্জিয়াদের মতের খণ্ডন হয়। তারা আমলকে ঈমান থেকে পৃথক করেছে। নাযাম ত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারীর সাথে লড়াই করা

যাবে। নাযাম ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করা চলবে না। মুর্তাদদের সাথে আবূ বাকার-ﷺ-এর যুদ্ধ করার দলীল ছিল এই হাদীস। (হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলির স্বীকৃতি দিলে) মুসলিম বাহ্যিকভাবে তার রক্ত ও ধন বাঁচিয়ে নিবে, আর তার অন্তরের (গোপনীয়) ব্যাপারটা আল্লাহর নিকট সমর্পিত হবে। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুনাফেক্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। কেননা সে (ইসলামের) বাহ্যিক কাজগুলি সম্পাদন করে। অতএব তার ব্যাপারটাও আল্লাহর উপর। সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপক অর্থে রাসূলের রেসালতের উপর ঈমান আনাকেও শামিল হবে।

عَنْ أَنَسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: ((أَسْلِمْ))، قَالَ: أَجِدُنِيْ كَارِهاً، قَالَ: ((أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهاً)) [رواه أحمد/ الصحيحة ١٤٥٤]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এক ব্যক্তিকে বললেন, "ইসলাম কবুল কর।" সে বলল, আমার মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা নেই। তিনি বললেন, "অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।" (আহমদ/ আসসাহীহা ১৪৫৪)

হাদীসে রয়েছে যে, বান্দার উচিত স্বীয় নাফসকে ভাল কাজ করতে বাধ্য করা এবং সৎ কাজের জন্য তাড়া দেওয়া, যদিও তা নাফসের উপর ভারী হয়। শুরুতে ঘাটতি থাকলেও তা লক্ষণীয় নয়, বরং অন্তিম পূর্ণতাই হল লক্ষণীয়। চিন্তা ও দলীল পেশ করার পূর্বেই ইসলাম কবুল করা বান্দার উপর ওয়াজিব। কখনো নেক কাজ আন্তরিক অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও শুদ্ধ বিবেচিত হয়।

ইসলামের মাহাত্ম্য

عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا،

ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي)) [رواه مسلم ١٢١]

ইবনে শুমাসা আল মাহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আম্র ইবনে আ'সের নিকট উপস্থিত হলাম যখন তিনি মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন এবং স্বীয় মুখমণ্ডলকে দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। (এই অবস্থা দেখে) তাঁর ছেলে বলতে লাগল, হে আব্বজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এই এই সুসংবাদ শুনাননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এই এই সুসংবাদ শুনাননি? তখন তিনি সম্মুখ হয়ে বললেন, সব থেকে উত্তম জিনিস যেটাকে আমরা মনে করতাম তা হল, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর রাসূল। আমি তিনটি অবস্থা অতিক্রম করেছি। এক সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, রাসূলের প্রতি কট্টর বিদ্বেষ পোষণকারী আমার চেয়ে বেশী কেউ ছিল না। পারলে তাঁকে হত্যা করাই ছিল আমার নিকট সব থেকে প্রিয় বস্তু। এই অবস্থায় যদি আমি মারা যেতাম, তবে আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলাম ভরে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে এসে বললাম, আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেন আমি বায়াত করব। ফলে তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তখন আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি-ﷺ-বললেন, "তোমার কি হয়েছে, হে আম্র?" আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত পেশ করতে চাই। তিনি-ﷺ-বললেন, "তোমার শর্ত কি পেশ কর?" আমি বললাম, শর্ত হল আমাকে ক্ষমা করা হোক। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "তুমি

কি জান না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপ মোচন করে দেয়। হিজরত পূর্বের পাপ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জের দ্বারাও পূর্বের গোনাহ মাফ হয়ে যায়?" (এরপর) আমার নিকট রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চেয়ে প্রিয় পাত্র এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁর অপেক্ষা সম্মানী ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। তাঁর সম্মানার্থে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে আমি তাকাতে পারতাম না। তাঁর সম্পর্কে বিবরণ দিতে বললে আমি দিতে পারব না। কেননা, আমি তাঁকে দৃষ্টিভরে (কোনো দিন) দেখিনি। এই অবস্থায় মারা গেলে, আশা করতে পারতাম যে, আমি জান্নাতবাসীদের দলভুক্ত হব। অতঃপর কিছু জিনিসের দায়িত্বভার আমাকে দেওয়া হয়, জানিনা এতে আমার অবস্থা কি? অতএব, যখন আমি মারা যাব, আমার জানাযার সাথে যেন কোনো মাতনকারিণী ও কোনো প্রকার আগুন না যায়। অতঃপর আমাকে কবরে রাখার পর আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ঢেলে দিও। তারপর আমার কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান কর, যতক্ষণ একটি উটনী জবাই ক'রে তার গোশত ভাগ করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদেরকে কাছে পেয়ে আমার আতঙ্ক দূর করতে পারি এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জওয়াব দিব, তা ভেবে নিতে পারি। (মুসলিম ১২১)

হাদীসে রয়েছে যে, ইসলাম পূর্বের সমূহ পাপকে মিটিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ইসলামে প্রবেশ করবে, তাকে ইসালাম গ্রহণের পূর্বে কৃত পাপের জন্য পাকড়াও করা হবে না। হিজরতও গোনাহ ও পাপসমূহের কাফফারাতে পরিণত হয়। হজ্জও অনুরূপ। তবে এখানে একটি বিষয় জানার আছে, আর তা হল, ইসলাম ছোট-বড় সমস্ত পাপের জন্য কাফফারা হয়। কিন্তু হিজরত ও হজ্জের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

কেননা, কাবীরা তথা বড় পাপ মাফ হওয়ার শর্ত হল নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা। সমূহ সৎ কর্মও গোনাহের জন্য কাফফারা হয়। আর নেক কাজ যত বড় হবে, সেই অনুযায়ী পাপও মোচন হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما-قَالَ: قَالَ-ﷺ: ((أَحبُّ الأَدْيَانِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الحَنَفِيَّةُ السَمْحَةُ)) [رواه أحمد وحسنه ابن حجر في الفتح]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সকল ধর্মের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট সরল-সোজা ও বক্রহীন ধর্মই হল প্রিয় ধর্ম।" (আহমদ, ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলে কারীম-ﷺ-এর শরীয়তই হল এমন নিষ্ঠাপূর্ণ শরীয়ত, যা ইব্রাহীম-عليه السلام-এর মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা অতি সরল ধর্ম। তিনি-ﷺ-প্রেরিত হয়েছিলেন (প্রত্যেক বাপারে) সহজ পন্থা দিয়ে এবং তিনি এসেছিলেন (মানুষের উপর থেকে) বোঝ নামিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বন্দীত্ব অপসারণ করার জন্য। আল্লাহর 'ভালবাসা'র প্রমাণ, যা তাঁর মর্যাদা ও ইজ্জতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কোনো সৃষ্ট বস্তুর ভালবাসার সাথে তা তুলনীয় নয়। হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে দ্বীনের পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে। মানুষের মধ্যে আমাদের রাসূলই হলেন ইব্রাহীম-عليه السلام-এর ঘনিষ্ঠতম। আর দ্বীনের ব্যাপার বল- প্রয়োগের উপর নয়। অনুরূপ হাদীসে সহজ পন্থা অবলম্বন করা ও সুখবর দেওয়া মুস্তাহাব বলা হয়েছে এবং কাঠিন্য ও বিরক্তি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এর প্রমাণে অন্য আরও একটি হাদীস হল,

((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)) [مسلم ١٧٣٢]

"সুখবর দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না। আর সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না।" (মুসলিম ১৭৩২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ)) [رواه البخاري ٣٩]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "দ্বীন অতি সহজ। যে কেউ দ্বীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দ্বীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন কর এবং (দ্বীনের) কাছাকাছি হও, আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর সকালে, বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।" (বুখারী)

হাদীসের অর্থ হল, অবসাদমুক্ত সময়ে ইবাদত করে অব্যাহত ইবাদতে সাহায্য গ্রহণ কর। ধারাবাহিকতার সাথে করা হয় এমন সল্প আমল সেই অনেক আমল থেকে উত্তম, যা ছেড়ে ছেড়ে করা হয়। ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তা এক সহজ ধর্ম, তার নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী সাধ্য- সামর্থ্যানুযায়ী আরোপিত হয়েছে। হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, কোনো কিছু নিয়ে খুব গভীর ভাবে চিন্তা করা এবং অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা নিষেধ। হাদীসে কোনো কিছুর ব্যাপারে অতিরঞ্জন প্রয়োগ না করে মধ্যম পন্থাকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। আর মধ্যম পন্থাই হল সোজা রাস্তা।

ইবাদত পূর্ণ আদায় করতে না পারলেও বান্দার উচিত তার কাছিকাছি পৌঁছতে প্রচেষ্টা করা। হাদীসে দিনের শুরুতে ইবাদত ও নেক আমল করার ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। সাধারণতঃ এ সময়টা অবসাদমুক্ত সময়। এ সময়ে ইবাদত কবুল হওয়ার আশা থাকে। রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার ফযীলতও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ চাহেতো এটা স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। এ কথাও হাদীস দ্বারা প্রণাণিত হয় যে, আসরের পর থেকে মাগরিবের আগে পর্যন্ত কুরআন তেলাঅত ও যিকর করা মুস্তাহাব। মুসলিম যখন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, দ্বীনের কাছাকাছি হবে এবং সুন্নাতের অনুসারী হবে, তখন তাকে সুসংবাদ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) [مسلم ١٨٨٤]

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব্ব মেনে নিয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নবী বলে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।” (মুসলিম ১৮৮৪)

হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয়কে বিশ্বাস করবে ও তার স্বীকৃতি দেবে, বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হবে এবং সে যা বলছে, তাতে সত্যবাদী হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা, সে এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের বাস্তব রূপ দান করেছে এবং দ্বীনের মহান রুকনসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর দ্বীনের মহান রুকন হল, মহান প্রতিপালকের প্রতি, সত্য দ্বীনের প্রতি এবং সত্যবাদী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

عَنْ عَائِذ بْنِ عَمْرٍو-ﷺ-قَالَ: أَنَّهُ جَاءَ يَوْمَ الفَتْحِ مَعَ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَسُوْلُ الله-ﷺ-حَوْلَ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوْا: هَذَا أَبُوْ سُفْيَانَ وَعَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ: ((هَذَا عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَبُوْ سُفْيَانَ ، الإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، الإِسْلَامُ يَعْلُوْ، وَلَا يُعْلَى)) [رواه الدارقطني/ الإرواء ١٢٧٨]

আ'য়েয ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব-এর সাথে উপস্থিত হলেন, যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। তাঁরা বললেন, আবূ সুফিয়ান ও আয়েয ইবনে আমর এসেছে। তিনি-ﷺ-তখন বললেন, আ'য়েয ইবনে আমর ও আবূ সুফিয়ানের চেয়ে ইসলাম অনেক শক্তিশালী। ইসলাম বিজয়ী, পরাজয় বরণ করে না।" (দারকুত্বনী, আল ইরওয়া ১২৭৮)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহর সত্য দ্বীনই হল সর্ব শ্রেষ্ঠ দ্বীন। মুসলিমের মান-মর্যাদা অমুসলিমের অনেক ঊর্ধ্বে। তাতে অমুসলিম যেমনই হোক না কেন। যত বড়ই হোক না কেন তার মর্যাদা, তার ব্যক্তিত্ব, তার পদ এবং যত বিশালই হোক না কেন তার অর্থ-বিত্ত। কেননা, ইসলাম এই সমস্ত জিনিস অপেক্ষা আরো অনেক মহান। শ্রদ্ধা ও মূল্যায়নে এবং ভালবাসা ও সম্মান দানে মুসলিম ও অমুসলিমকে সমান করা যাবে না। বরং ইসলামের কারণে মুসলিম পৃথক (মার্যাদার অধিকারী) হবে। কেউ কেউ এই হাদীসকে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হবে। কিন্তু কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না। তবে সঠিক মত হল, তারা কেউ কারো ওয়ারিস হবে না।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا)) [البخاري]

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম সুন্দর হয় (আর্থাৎ, পাপাচার হতে বিরত থেকে তার দাবী পূরণ করে), তখন সে যত ভাল কাজ করে, আল্লাহ তার প্রত্যেক ভাল কাজের প্রতিদান দেন এবং তার দ্বারা হয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। তারপর (ভাল-মন্দ কাজের এরূপ) প্রতিদান দেওয়া হয়। আর ভাল কাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বদলা ঠিক ততটুকুই দেওয়া হয়, যতটা মন্দ কাজ করে। আবার আল্লাহ তা মাফ করে দিতেও পারেন।" (বুখারী)

হাদীসে রয়েছে যে, ইসলামে ভাল ও অধিকতর ভাল রয়েছে। আর এটাই মর্যাদায় পার্থক্যের দাবী করে। আর এরই ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইসলাম বৃদ্ধি হয় ও হ্রাস পায়। ইসলাম পূর্বেকার গোনাহ মিটিয়ে দেয়। তাওবাও পূর্বের সব পাপ মোচন করে দেয়। ভাল কর্মসমূহ পাপসমূহের জন্য কাফফরায় পরিণত হয়, তবে ইখলাস ও মুতাবাআ' (মুহাম্মদী তরীকায় কাজ সম্পাদন করা) শর্ত। আল্লাহর রহমত যে বিস্তৃত, সে কথাও জানা গেল। তাই তিনি ভাল কাজের প্রতিদান সাতশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বদলা ততটুকুই দেন, যতটা মন্দ কাজ হয়। আবার কখনো দয়া ক'রে ভাল কাজের

বিনিময় ছাড়াই (বান্দার) পাপ মাফ করে দেন। কাবীরা (বড়) গোনহের জন্য তাওবা করা অত্যাবশ্যক। এটা (ক্বুরআন ও হাদীসের) অন্য উক্তির দ্বারাও প্রমাণিত। আর এ কথা অজ্ঞাত নয় যে, কাফেরের কোনো আমল যে গৃহীত হয় না, সে কথাও এই দ্বারা প্রমাণিত। এই হাদীসের অনির্দিষ্ট বিষয়গুলি মহিলাদের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা, 'আবদ' শব্দ উভয়কেই শামিল করে।

عَنْ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: ((مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ)) [البخاري ومسلم]

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি জাহিলিয়্যাতের কৃত কর্মের দরুন পাকড়াও হবে? তিনি-ﷺ-বললেন, "যে ইসলামে ভাল কাজ করবে, তার জাহিলিয়্যাতের কৃত কর্মের দরুন পাকড়াও হবে না। আর যে ইসলামে মন্দ কাজ করবে, তার আগের ও পরের উভয়েরই পাকড়াও হবে।" (বুখারী ৬৯২১, মুসলিম ১২০)

হাদীসে রয়েছে যে, ইসলাম সেই ব্যক্তিরই জাহেলিয়্যাতে কৃত গোনাহ দূর করে দেয়, যে (ইসলামে প্রবেশের পর) ভাল ও সঠিক কাজ করে। কেবল দ্বীনে প্রবেশই পাপ মার্জনার জন্য যথেষ্ট হবে না, যদি সে তার ইসলামে সত্যবাদী এবং স্বীয় কর্যকলাপে ঠিক না হয়। ইসলামে প্রবেশের পরও যারা নিজেদের উপর যুলুম করবে, জাহেলিয়্যাতের মন্দ কাজগুলোও তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। অবাধ্যতা ও পাপ যে বড় অশুভ এবং অন্যায় কাজে ডুবে থাকা যে বড় বিপজ্জনক, সে কথাও হাদীসে রয়েছে।

عَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ)) [البخاري ومسلم ١٤٣٦-١٢٣]

হাকীম ইবনে হেযাম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাহেলিয়্যাতের যুগে যে কাজগুলি ইবাদত মনে ক'রে করেছি যেমন, সাদক্বা করা, ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং আত্মীয়তার সুসম্পর্ক কায়েম রাখা, এর কি কোনো নেকী পাওয়া যাবে? তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "ইসলাম গ্রহণের পর তোমার পূর্বের নেকীও বাকী থাকবে।" (বুখারী১৪৩৬-মুসলিম১২৩)

হাদীসে রয়েছে যে, যখন কেউ ইসলাম কবুল করে, তার ইসলাম কবুল করার পূর্বে কৃত যাবতীয় নেক কাজের নেকী (তার নেকীর খাতায়) লিখে দেওয়া হয়। আর এটা হল আল্লাহর দয়া। ইসলাম ফাযায়েল/ভাল কাজের পূর্ণতা দান করে, আর রাযায়েল (মন্দ) কাজগুলো দূর করে। কথা ও কাজের ভাল দিকগুলির শরীয়ত স্বীকৃতি দেয় এবং তার খারাপ ও জঘন্য দিকগুলো দূর করে দেয়। আর এরই প্রমাণে এসেছে এই হাদীস, "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ)) [رواه البيهقي/ الإرواء١٧١٦]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, (তখন) তার কাছে যাকিছু থাকে, সেসব তারই হয়।" (বায়হাক্বী/ইরওয়া ১৭১৬)

হাদীসে রয়েছে যে, প্রত্যেকেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে, ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাদের নিকট মিরাস (থেকে প্রাপ্ত- বস্তু,) ঘর-বাড়ী এবং মাল-ধনের যা কিছু থাকবে, তা তাদেরই হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের দাবী গৃহীত হবে, যদি তার বিপরীত প্রমাণিত না হয়। অধিকারসমূহের সংরক্ষণ এবং সঠিক অঙ্গীকার ও শুদ্ধ চুক্তিসমূহের প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন।

عَنْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ ﷺ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَأَخَذْتُهَا فَأَسْلَمُوا فَخَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ)) [رواه أحمد/ الصحيحة]

সাখর ইবনে আইলা-থেকে বর্ণিত যে, যখন ইসলামের আগমন হয়, বনী সুলাইম গোত্রের কিছু লোক তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে আমি তা দখল করে নিই। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ ক'রে এ ব্যাপারে (নিজেদের ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার জন্য) আমার বিরুদ্ধে নবী করীম-ﷺ-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তিনি-ﷺ-তা (ভিটেমাটি) তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "যখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে তার ভিটেমাটি ও মাল-ধনের বেশী অধিকারী হয়।"(আহমদ, আসসাহীহা ১২৩০)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে তাদের মাল ও অধিকারসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে। তা তাদের কাছে থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। ইসলাম গ্রহণকারীর ইসলামের পূর্বেকার অধিকারের চুক্তিনামা যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়, তাহলে

তা কার্যকারী হবে এবং বলবৎ থাকবে। মানুষ তাদের অধিকারসমূহে এবং স্থাবর সম্পত্তি ও বাড়ীঘরসমূহে সত্যাবাদী বিবেচিত হবে। মাল-ধন ও ভিটেমাটি তার প্রাপকের অধিকারেই থাকবে।

ইসলামের রুকনসমূহ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ﷺ ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) [رواه البخاري ومسلم ٨-١٦]

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা।" (বুখারী৮-মুসলিম১৬)

হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়, ফযীলতে সব আমল সমান নয়। গুরুত্বের দিক দিয়েও কমবেশী আছে। আমলের মধ্যে কোনোটা রুকন, কোনোটা ফরয এবং কোনোটা সুন্নত। ইসলামের রুকন পাঁচটি। তবে কেউ কেউ এতে কমবেশীও করেছে। যাবতীয় আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তবে মুর্জিয়াদের এব্যাপারে বিরোধী মত রয়েছে। যে ইসলামের রুকনসমূহের স্বীকৃতি দিবে, সে মুসলিম বলে গণ্য হবে। যদি সে বাহ্যিক স্বীকৃতি দেয়, তবে সে বাহ্যিক মুসলিম। তবে সে যদি রূকনসসমূহের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাহলে সে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থায় প্রকৃত মুসলিম বিবেচিত হবে। হাদীসের কখনো কখনো কেবল অর্থ

বর্ণনা করা হয়। তাই কেউ কেউ হজ্জকে আগে আনে এবং রোযাকে পরে। ইসলামের রুকনসমূহের প্রথম হল, 'শাহাদা' সাক্ষ্য প্রদান। এর পরের করুনসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না শাহাদাতের স্বীকৃতি দিবে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও তার নিদর্শন

إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ: مِنْهَا: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ)) [رواه القاسم بن سلاّم في كتاب (الإيمان) الصحيحة ٣٣٣))

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "রাস্তার চিহ্নের মত ইসলামেরও চিহ্ন ও নিদর্শন রয়েছে। ইসলামের নিদর্শন হল, তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দিবে। আর যখন তুমি তোমার পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে সালাম দিবে। অনুরূপ যখন লোকদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবে, তখন তাদেরকেও সালাম দিবে। যে এগুলির কোনো কিছু বাদ দেয়,

সে ইসলামের একটি অংশ বাদ দেয়। আর যে সবগুলিই বাদ দেয়, সে ইসলামকে তার পিছনে ঠেলে দেয়।" (কাসেম ইবনে সালাম তার 'ঈমান' নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আসসাহীহা ৩৩৩)

উক্ত হাদীসে ইসলামের গুণাবলীর একাংশকে তুলে ধরা হয়েছে। আর ইসলামের এমন কিছু বাহ্যিক নিদর্শন রয়েছে, যদ্দ্বারা ইসলামের দাবী-দারের ইসলাম প্রমাণিত হয়। যেমন, নামায, রোযা এবং সততা ইত্যাদি। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সূচক অনেক জিনিসও (ইসলামে) রয়েছে। ইসলামের মাহাত্ম্য এবং ইসলাম যে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে, একথাও হাদীস দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে সম্মামানী ও মর্যাদাসম্পন্ন বানিয়ে দেয়। ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার করণেই অন্যান্য ধর্মাবলীর মাঝে ইসলামের রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ)) [رواه البخاري ٣٩١]

আনাস ইবনে মাবিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের ক্বেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাই করা পশুর মাংস খায়, সে মুসলিম। তার উপর রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব। সুতরাং তোমরা আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।" (বুখারী ৩৯১)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, নামায ত্যাগকারী মুসলিম নয়। তার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো দায়িত্ব নেই। ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন হল নামায। নামায ও জবাই করাকে একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, তা তাওহীদের নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি বল, আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।" তিনি আরো বলেন, "অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্যে নামায পড় এবং তাঁরই জন্যে কোরবানী কর। "শির্কের প্রকারসমূহের মধ্যে মুশরিকরা যার মধ্যে বেশী পতিত হয়েছিল, তা ছিল গায়রুল্লাহকে সাজদা করা এবং গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করা। তাই নামাযে নিষ্ঠাবান হওয়ার এবং কেবল আল্লাহর জন্যই জবাই করার বার্তা নিয়ে আগমন হল তাওহীদের। নামাযীদের প্রতি যে দায়িত্ব তা পালন করার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করা কোনো মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। আর যে মুসলিমদের সাথে নামায আদায় করে সে ইসলামের হক্ব বাদে নিজের রক্তের হেফাযত করে নেয়। মানুষ কেবল বাহ্যিকের মালিক।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ))

[رواه البخاري ومسلم ١٢-٣٩]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামের কোন্ কাজটি সব থেকে উত্তম কাজ? তিনি বললেন, "আহার করানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করা।" (বুখারী১২-মুসলিম৩৯)

হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামের আমলগুলির ফযীলত সমান নয়। এতে খাদ্য দান ও বদান্যতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর এটা হল উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর বলা হয়েছে যে, প্রশ্নের উত্তর মানুষের অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুপাতে হবে। সালাম পরিচিত অপরিচিত সকলকে দিতে হয়। হাদীস থেকে এও প্রমাণিত যে, সমূহ আমল ও আখলাক্ব ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত। অল্প আমলও নিয়ত ও পালন করার গুণে বড় হয়ে যায়। হাদীসে তার ফযীলতের কথা বলা হয়েছে যে প্রথমে সালাম করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)) [رواه البخاري ومسلم ١١-٤٠]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম তো সেই, যার জিভের ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই, যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুগুলো ত্যাগ করে।" (বুখারী)

হাদীস থেকে জানা গেল যে, প্রকৃত মুসলিম হল সেই, যে তার অন্য মুসলিম ভাইদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। আর কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমসমূহের মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক মাধ্যম হল হাত এবং জিভ। মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। আর অনিষ্ট ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা হল সৎ লোকদের কাজ। মুসলিমকে তার ইসলাম অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ থেকে বাধা প্রদান করে। স্বীয় মুসলিম ভাইদের নিরাপত্তা কামনা করা হল মুসলিমের গুণ বিশেষ। আর

হাদীস থেকে এও প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত মুহাজির হল সেই, যে যাবতীয় হরাম বস্তু ত্যাগ করে, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকে, সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকে, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ ছেড়ে দেয় এবং গোনাহ থেকে তাওবা করে ও ভুল-ত্রুটি থেকে স্বীয় নাফসকে বাঁচিয়ে রাখে। এটাই হল হিজরতের প্রকৃত অর্থ।

তাওহীদ অবলম্বনের নির্দেশ

হারিস আশআরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ইয়াহইয়া-عليه السلام-কে পাঁচটি জিনিসের উপর আমল করার এবং বানী ইস্রাঈলদেরকেও তা করতে বলার নির্দেশ দেন। তিনি এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে ঈসা-عليه السلام-তাঁকে বললেন, তুমি আল্লাহ কর্তৃক পাঁচটি জিনিস করার এবং বানী ইস্রাঈলদেরকেও তা করতে বলার নির্দেশ প্রাপ্ত। হয় তুমি তা পৌঁছে দাও, না হয় আমি পৌঁছে দিব। তখন বললেন, হে আমার ভাই, আমার আশঙ্কা হল (এ ব্যাপারে) তুমি আমার আগে হয়ে গেলে আমি শাস্তি প্রাপ্ত হব, বা ধ্বংস হয়ে যাব। (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর ইয়াহইয়া-عليه السلام-বানী ইস্রাঈলদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করলেন। লোকে মসজিদ ভর্তি হয়ে গেল। তিনি উঁচু স্থানে বসলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি জিনিস করতে এবং তোমাদেরকেও তা করতে বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তার প্রথম হল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। এর উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির মত, যে তার স্বচ্ছ মাল স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে একজন ক্রীতদাস ক্রয় করল, তারপর এই দাস তার নিজের মালিককে বাদ দিয়ে অন্য মালিকের কাজ করতে লাগল এবং তার মালিকের

সম্পদ অন্য মালিকের কাছে পৌঁছাতে লাগল। তোমরা কী কেউ চাইবে যে তার ক্রীতদাস এরকম করুক? মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে আহার দান করেন। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আমি তোমাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডলকে বান্দার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপিত রাখেন যতক্ষণ না সে এদিক ওদিক তাকায়। তাই যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন এদিক ওদিক তাকাবে না। আর আমি তোমাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিচ্ছি। আর এর উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির মত, যে মিসকে আম্বারের থলে নিয়ে একদল লোকের সাথে রয়েছে তারা সবাই পায় মিসেকের সুগন্ধি। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকে আম্বারের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। আর আমি তোমাদেরকে সাদক্বা করার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, এর উদাহরণ হল, সেই লোকটির মত, যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার হাত দু'টিকে গর্দানের সাথে বেঁধে দিয়েছে এবং তাকে হত্যা করার জন্য পেশ করেছে। সে তখন বলল, আমি কি বিনিময় দিয়ে নিজেকে তোমাদের কাছ থেকে মুক্ত করতে পারি? এরপর সে কমবেশী করে বিনিময় দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সে স্বীয় প্রাণকে মুক্ত করে নেয়। আর আমি তোমাদেরকে খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর এর উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির মত, যাকে ধরার জন্য শত্রু দ্রুত গতিতে তার পিছনে পিছনে দৌড়তে আছে। ফলে সে এক মজবুত দূর্গে এসে আত্মগোপন করেছে। বান্দা যখন আল্লাহর যিকর করতে থাকে, তখন সে খুব বেশী শয়তান থেকে হেফাযতে থাকে। এর পর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "আমিও তোমাদেরকে এমন পাঁচটি জিনিসের

নির্দেশ দিচ্ছি, যার নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। (মুসলিমদের সাধারণ) জামাআতভুক্ত থাকবে, নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করবে ও তার নির্দেশ মেনে নিবে, হিজরত করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কেননা, যে জামাআত থেকে এক বিঘত বেরিয়ে যায়, সে ইসলামের রশি স্বীয় গর্দান থেকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, যদি সে আবার ফিরে না আসে। আর যে জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পাড়ে, সে হল জাহান্নামের স্তূপের অংশ।" বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি রোযা রাখে ও নামায পড়ে? তিনি বললেন, "যদিও সে রোযা রাখে ও নামায পড়ে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম। কাজেই মুসলিমদেরকে সেই নামেই ডাক, যে নাম আল্লাহ রেখেছেন। আর তা হল, মুসলিমীন, মু'মিনীন-ইবাদাল্লাহ। (আহমদ, সাহীহুল জামে)

হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়, অতীত সম্প্রদায় এবং পূর্বের আম্বিয়াদের সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে। উপদেশের উদ্দেশ্যে কাহিনী শুনানো যায়। বান্দার উচিত নেক কাজের জন্য তাড়াতাড়ি করা এতে দেরী না করা। আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের প্রতিপালককে খুব বেশী ভয় করতেন। (কোনো কিছু) জ্ঞাত করানোর জন্য লোকদের একত্রিত করা এবং কথা-বার্তা আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করা। নির্দেশ-দাতা ও নিষেধকারীর সেই কাজ আগে পালন করা, যার প্রতি সে আহ্বান জানাচ্ছে, যাতে তা লাভদায়ক হয়। তাওহীদ হল জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের প্রথম বিষয়। মানুষের জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা, যাতে অনুধাবন পোক্ত হয়। শির্ক হল মহাপাপ। নামাযে বিনা প্রয়োজনে এদিক ওদিক চাওয়া হারাম। বেশী এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কাজ তেমন প্রতিদান দেওয়া হয়।

যেমন, রোযাদার যেহেতু স্বীয় আত্মাকে ক্লান্ত করে তুলে এবং তার মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই আল্লাহর নিকট এটা মিসকে আম্বারের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। আর সাদক্বা বান্দাকে পাপের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়। মুসলিমের স্বীয় আত্মাকে শয়তান থেকে হেফাযত করার সব থেকে বড় মাধ্যম হল, পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর যিকর। মুসলিমদের জামাআ'তকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব। অনুরূপ মুসলিম শাসকের অনুসরণ করাও ওয়াজিব, যদি সে অবাধ্যতার নির্দেশ না দেয়। জাহেলিয়্যাতের মত ডাক পাড়া হারাম। কারণ, এটা ইসলাম বিরোধী কাজ।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَأَخَذْتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِخِطَامِهَا فَدَفَعْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَأَرَبٌّ مَا جَاءَ بِهِ)) فَقُلْتُ: نَبِّئْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُنِي مِنْ النَّارِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: ((لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِي الْخُطْبَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ أَوْ أَطْوَلْتَ، تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتُوهُ إِلَيْكَ، وَمَا كَرِهْتَ لِنَفْسِكَ فَدَعْ النَّاسَ مِنْهُ، خَلِّ عَنْ زِمَامِ النَّاقَةِ)) [رواه أحمد / الصحيحة ١٤٧٧]

মুগীরা ইবনে সাআ'দ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরাফার মাঠে নবী করীম-ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর উটের লাগাম ধরে বসলাম। তাঁর কাছ থেকে আমাকে ঠেলে (সড়িয়ে) দেওয়া হচ্ছিল। (তা দেখে) তিনি বলেন, "ওকে ছেড়ে দাও, হয়তো সে বড় প্রয়োজন

নিয়ে এসেছে।" তখন আমি বললাম, আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নতের কাছে করে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে করে দিবে। (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তিনি-ﷺ-আসমানের দিকে মাথা উঠালেন। অতঃপর বললেন, "তোমার তলব অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, তুমি অনেক বড় বা লম্বা জিনিস চেয়েছ। আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, বায়তুল্লাহর হজ্জ কর, রমযান মাসে রোযা রাখ এবং মানুষের জন্য তুমি তা-ই পেশ কর, যা তাদের কাছ থেকে তুমি পেতে ভালবাস। আর যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর, তা মানুষদের থেকেও দূর কর।' তারপর তিনি-ﷺ-বললেন, "উটের লাগাম ছেড়ে দাও।" (মুসনাদ আহমদ, আসসাহীহা)

হাদীসে প্রমাণিত যে, যাবতীয় আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদের পর সব থেকে মহান আমল হল নামায। ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য সব নামাযই হল নফল, ওয়াজিব নয়। উত্তম চরিত্র ঈমানেরই আওতাভুক্ত জিনিস। মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। নসীহত করার সময় সংক্ষিপ্ত করা। বড় বিষয়ের বেশী গুরুত্ব দেওয়া। আর দ্বীন হল বিশ্বাস এবং কথা ও কাজের নাম।

তাওহীদের ফযীলত

عَنْ عُبَادَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا

كَانَ مِنْ الْعَمَلِ)) [رواه البخاري ومسلم ٣٤٣٥-٢٨]

উবাদা ইবনে সামেত-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারয়ামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন।" (বুখারী ৩৪৩৫-মুসলিম২৮)

হাদীসে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে, যা তাওহীদকে স্বচ্ছ ও নির্মল করার আবশ্যকীয় বিষয়। যেমন, এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে ঈসা-عليه السلام-আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। কেননা, ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। আর এই বিশ্বাসও তার (তাওহীদের) আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে, ঈসাকে আল্লাহ তাঁর একটি এমন বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি মারয়ামের প্রতি প্রেরণ করেন এবং তিনি (ঈসা-عليه السلام) তাঁরই পক্ষ থেকে দেওয়া একটি আত্মা। যখন বান্দার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে, তখন সে ক্রুশ-পন্থীদের থেকে পৃথক হয়ে সেই সত্যের অবলম্বী হয়ে যায়, যাতে নেই কোনো সন্দেহ। জান্নাত, জাহান্নাম এবং পূনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখাও তাওহীদের আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাস যে রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও তার গোনাহ থাকে। তার শেষ পরিণতি হবে নেয়ামতে ভরা জান্নাতে চিরন্তন অবস্থান। আর হাদীসে আছে যে, জান্নাতের আটটি দরজা আছে। এ ব্যাপারে আরো কথা পরে আসেব।

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: ((مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [رواه البخاري ١٢٩]

আনাস ইবনে মালেক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ১২৯)

হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির অর্থ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে শুধু আমি বলতে চাই যে, বান্দার উচিত স্বীয় আক্বীদা বিশুদ্ধ করার প্রতি এবং তাওহীদকে শির্কের সংস্পর্শ ও ধর্ম-দ্রোহিতার আবর্জনা থেকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার প্রতি সর্বতোভাবে যত্নবান হওয়া, যাতে সে সুস্থ মন এবং সঠিক দ্বীন নিয়ে কিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। কারণ, আল্লাহ প্রত্যেক মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

তাওহীদবাদী পাপী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً)) [رواه البخاري ٢٢]

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মহান আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে (জাহান্নাম থেকে) বের কর। তখন তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। তখন তারা পুড়ে কালো হয়ে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে হায়াতের (সঞ্জীবনী) নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। ফলে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায়, তেমনি (সজীব) হয়ে উঠবে। তুমি কি দেখনি উক্ত বীজের গাছগুলো কেমন হলুদ বর্ণের তাজা ও ঘন হয়ে অংকুরিত হয়।" (বুখারী২২)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, সকল মানুষের ঈমান এক সমান নয়, বরং ঈমানে তাদের পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। মু'মিন পাপীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। মুসলিম তার পাপসমূহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। সমস্ত আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ঈমান বাড়ে ও কমে। বান্দার উচিত ভাল কাজের কোনো কিছুকে তুচ্ছ মনে না করা। ইন্দ্রিয়-গম্য নয় এমন জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুর দ্বারা। আমলগুলি কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। মানুষের নিকট পরিচিত এমন জিনিস দ্বারা উদাহরণ পেশ করা যায়। জাহান্নামের শাস্তি বড় কঠিন (আল্লাহ আমাদেরকে যেন তা থেকে মুক্তি দিন)। বান্দাদের উপরে আল্লাহর রয়েছে বিস্তর রহমত। তাই তো তিনি সামান্য আমলের ভিত্তিতে এক জাতিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ ((يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ

ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ)) [رواه البخاري ومسلم ٤٤-١٩٣]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ কল্যাণ থাকেতা, কে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ থাকে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।" (বুখারী ৪৪-মুসলিম ১৯৩)

হাদীসে থেকে প্রমাণিত যে, তাওহীদবাদী পাপীরা জাহান্নাম থেকে বের হবে। কাবীরা গুনাহ (মহাপাপ) সম্পাদনকারীরা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। আর এটা হল মুর্জিয়াদের মতের বিপরীত। তারা আবার জাহান্নাম থেকে বের হবে। আর এটা হল খারেজীদের মতের পরিপন্থী। আর কথা ও বিশ্বাসের নামই হল ঈমান। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে 'ওয়াযনা শায়ীরাতিম মিন খায়রিন ফী ক্বালবিহ' (অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ থাকে) কথাটিও জুড়ে দিয়েছেন যা ইন্দ্রিয়গম্য নয় তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুর দ্বারা। আল্লাহর রহমত বিস্তৃত। তিনি বান্দার পুণ্যের কোনো কিছুই বিনষ্ট করেন না। ঈমান বাড়ে ও কমে।

শির্ক থেকে সতর্ককরণ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ﴾ [النساء:٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে সে এক মহাপাপ করে।" (নিসা ৪৮)

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر:٦٥]

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বেকার নবীদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।" (সূরা যুমার ৬৫)

﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরাব মায়েদা ৭২)

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]

"আর যে কেউ আল্লাহর শরীক করে (তার অবস্থা) সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" (সূরা হজ্জ ৩১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) قَالُوا يَا

رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)) [رواه البخاري ومسلم ٢٧٦٧-٨٩]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ঐগুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, যে জীবন ও প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তবে ন্যায়তঃ হত্যা করলে ভিন্ন কথা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" (বুখারী২৭৬৭-মুসলিম৮৯)

হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাপসমূহের মধ্যে তারতম্য আছে। কোনো পাপ পাপীকে ধ্বংস করে দেয়। আর শির্ক হল সব চেয়ে বড় পাপ। কেননা, শির্ক স্রষ্টার উপাস্যত্বকে কলূষিত করে, ধর্মত্যাগী বানায় এবং তাতে মহান আল্লাহর সাথে কুফরি করা হয়। যাদুও মহাপাপের আওতাভুক্ত। কারণ, তাতে গায়েবী ইলমের দাবী ক'রে আল্লাহ সৃষ্টদের ক্ষতি করা হয়। অতঃপর নিষ্পাপ প্রাণ হত্যা করার হয়েছে। কেননা, এতে রক্তপাত ঘটে, প্রাণনাশ হয় এবং পৃথিবীর অস্তিত্বের মূল উপাদান শেষ হয়ে যায়। আর তা হল, মানুষ। তবে ন্যায়সংগত হত্যা এর ব্যতিক্রম। যেমন, খুনের বদলে কেসাসের দায়ে হত্যা করা শরীয়ত সম্মত। আর এ বিধান শরীয়ত কর্তৃক আনিত এবং আল্লাহ প্রদত্ত সত্য বিধান। অতঃপর এমন এতীমের মাল ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে, যে নিজের মাল

রক্ষা করতে পারে না। তারপর সূদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর সূদ খাওয়া হল মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা এবং মালের ব্যাপারে তাঁর দেওয়া বিধান লঙ্ঘন করা। এরপর শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। এটা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য লাঞ্ছনাকর ব্যাপার, এতে কাফের শক্তিশালী হয় এবং এটা ঈমানদারদের জন্য দোষণীয়ও বটে। অতঃপর সেই পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন স্ত্রীলোকেদর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। যারা ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী সকল উপায়-উপকরণ থেকে সতর্ক ও এসব থেকে অনেক দূরে। এখানে ধ্বংস -কারী সাতটি পাপের কথা বলা হয়েছে, কেননা এগুলো হল পাপসমূহের মূল এবং বড় বড় অন্যায় কাজ। কোনো কোনো আলেমগণ এর বেশীও উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))

[رواه مسلم ٢٩٨٥]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি (অর্থাৎ, তার আমলই নষ্ট করে দিই)।" (মুসলিম ২৯৮৫)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মুশরিকের আমলের কোনো কিছুই গৃহীত হয় না। ইবাদতে ইখলাস/ ঐকান্তিকতা থাকা অত্যাবশ্যক। রিয়া (লোক দেখানো কাজ) শির্ক। যে লোককে দেখানোর জন্য কাজ করে, তার কাজ প্রত্যাখ্যাত হয়। আর তা বিভাজ্যও হয় না যে, কিয়দংশ গৃহীত হবে, আর কিয়দংশ প্রত্যাখ্যাত হবে, বরং সবই প্রত্যাখ্যাত হবে। বান্দার উচিত স্বীয় আমল দ্বারা কেবল তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করা এবং স্বীয় নিয়তকে শির্ক থেকে পবিত্র রাখা।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ-ﷺ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: ((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَن يَّغْفِرَهُ، إِلاَّ مَن مَّاتَ مُشْرِكاً، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً)) [رواه أبوداود/ الصحيحة: ٥١١٠]

আবূদ্দারদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "হতে পারে প্রত্যেক গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কেবল তাকে মাফ করবেন না যে মুশরিক অবস্থায় মারা যাবে, কিংবা এমন মু'মিন যে অন্য মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে।" (আবূ দাউদ, আসসাহীহা ৫১১০)

হাদীসে দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ মুশরিককে ক্ষমা করবেন না এবং তার আমল কখনোও কবুল হবে না। নেক কর্মসমূহ তার কোনো উপকারে আসবে না। আর মহাপাপ থেকে যদি বান্দা তাওবা না করে, তাহলে তা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিবেন। আর ইচ্ছাকৃত কোনো মু'মিনকে হত্যা করা জাহান্নামে চিরন্তন অবস্থানকে অপরিহার্য করে। কেউ কেউ বলেন, এটা তার ক্ষেত্রে হবে, যে হত্যা করাকে বৈধ মনে করবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَءِ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ : ((أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ)) [رواه ابن ماجة/ الإرواء: ٢٠٢٦]

আবূদ্দারদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর ইছাকৃত-ভাবে ফরয নামায ত্যাগ করো না। কেননা, যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ত্যাগ করে, তার থেকে দায়িত্ব উঠে যায় (অর্থাৎ, তার প্রতি আল্লাহর কোনো দায়িত্ব থাকে না) আর মদ পান করবে না। কারণ, তা প্রত্যেক অন্যায়ের চাবিকাঠি। (ইবনে মাজা, আল ইরওয়া ২০২৬)

হাদীসে রয়েছে যে, বান্দার তাওহীদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরা হারাম। তাতে অবস্থা যাই হোক না কেন। অন্তরকে বিশ্বাসে অটল রাখা তার উপর ওয়াজিব। আর কুফরীর জন্য স্বীয় বক্ষ উন্মুক্ত করা তার উপর হারাম। তবে জিভের ব্যাপারটা হল, যদি সে ধৈর্য ধরতে না পারে, তাহলে সে তা বলতে পারে, যা তাকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। যে নামায ত্যাগ করল, সে কাফেরদের মত হয়ে গেল এবং দ্বীনকে পিছে ঠেলে দিল। পৃথিবীতে মদই হল প্রত্যেক অন্যায়ের মূল। কেননা, যে মদ পান করে, তার বিবেক -বুদ্ধি লোপ পায়, ফলে তখন সে প্রত্যেক অন্যায়-অনাচার করে বসে।

ঈমানের ফযীলত

عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ)) قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ)) [رواه مسلم ١١٤]

উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাইবার যুদ্ধের দিন নবী করীম-ﷺ-এর একদল সাহাবী এসে বলতে লাগলেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এইভাবে তারা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুক শহীদ। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "কখনোও নয়, আমি তাকে একটি চাদর অথবা আলখাল্লার জন্য জাহান্নামে দেখেছি। অতঃপর তিনি বললেন, "হে খাত্তাবের বেটা! যাও, লোকদের বলে দাও, মু'মিনরা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তিনি বলেন, আমি তখন বেরিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিলাম, শুনো, মু'মিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম ১১৪)

হাদীসে মহান এই ঘোষণার মাধ্যমে উমার-ﷺ-এর মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। প্রয়োজন বোধে, দায়িত্বমুক্ত হতে এবং হুজ্জত কায়েম করার ও লোকদের থেকে অজ্ঞতা দূর করার জন্য উপকারী জ্ঞানের ঘোষণা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর আলেমের উচিত (দ্বীনের) গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং জ্ঞানের মৌলিক বিষয় দিয়ে আরম্ভ করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ ((إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)) [رواه البخاري ٢٦]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।" বলা হল, তারপর কোনটি? বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" বলা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "গৃহীত হজ্জ।" (বুখারী ২৬)

হাদীসে রয়েছে যে, ফযীলতের দিক দিয়ে ঈমানের পরিচ্ছদসমূহের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। আর কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। এতে মুর্জিয়াদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আমলকে ঈমান থেকে আলাদা ভাবে। প্রশ্নকারী ভিন্ন ভিন্ন হলে উত্তরও ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পূর্বে কোনো আমল গৃহীত হয় না। আল্লাহর পথে জিহাদ করা অতীব মহান কাজ এবং তা যাবতীয় নেক কাজের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ। আর এমন হজ্জও উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কোনো পাপ মিশ্রিত হয় না। আলেমের কাছ থেকে বেশী বেশী জ্ঞান তলব করতে হয়। তবে তার উপর অত্যাধিক চাপ যেন না হয় (সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়)।

ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও তার নির্দেশ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة:١٧٧]

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুকদের)কে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগবালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু।"

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون:١-١١]

"মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অবশ্য এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সীমালঙ্ঘনকারী হবে। আর যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে, এই লোকেরাই সেই উত্তরাধিকারী, যারা উত্তরাধিকার হিসাবে (জান্নাতুল) ফেরদাউস লাভ করবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (মু'মিনুন ১-১১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ)) رواه البخاري ومسلم ٣٥

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ঈমানের সত্তরের কিছু বেশী শাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম শাখা হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বলা। আর নিম্নতম শাখা হচ্ছ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।" (বুখারী-মুসলিম ৩৫)

হাদীস দ্বারা প্রমীত হয় যে, ঈমানের শাখা-প্রশাখা আছে এবং তা ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতের দাবী রাখে। তার সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ শাখা হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'। আর আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। চরিত্রের ব্যাপারটাও অনুরূপ। আর ঈমান যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ফযীলতের দাবী রাখে এবং বিভাজ্য, সেহেতু তা বাড়ে ও কমে। আর বান্দার উচিত কোনো ভাল কাজকে অবজ্ঞা না করা, যদিও তা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়ার কাজ হয়। তাওহীদ ছাড় কোনো নেক কাজ পূর্ণতা লাভ করে না।

عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ-ﷺ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله-ﷺ-يَقُولُ: ((ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا)) [رواه مسلم ٣٤]

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "ঈমানের স্বাদ সেই-ই পেল, যে আল্লাহকে স্বীয় প্রতিপালক মেনে নিয়ে, ইসলামকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নবী মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।" (মুসলিম ৩৪)

হাদীসে ইন্দ্রিয়গম্য নয় এমন বস্তুর দ্বারা যা ইন্দ্রিয়গম্য, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (হাদীসে উল্লিখিত) তিনটি মূল নীতিই হল এমন নীতি, যার উপর রয়েছে দ্বীনের ভিত্তি। আর তা হল, আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নবী বলে গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট হওয়া। আর এই অর্থে মু'মিনদের পারস্পরিক বিরাট তফাৎ রয়েছে। ঈমানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হল অন্তরের কাজ। বান্দা যতটা তাওহীদের বাস্তব রূপ দিবে এবং ঈমানে যতটা নিষ্ঠাবান হবে, ততটা সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)) [رواه البخاري ومسلم ١٦-٤٣]

আনাস-ﷺথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তিনটি

জিনিস যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যে সর্বাধিক ভালবাসে, যে মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসে, আর কুফরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তনকে ঐরূপ অপছন্দ করে, যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপছন্দ করে।" (বুখারী১৬-মুসলিম ৪৩)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈমানের স্বাদ আছে, যা সেই পায়, যে ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা এবং সকল ভালবাসার উপর এই ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ভালবাসা হল আল্লাহর ভালবাসার আওতাভুক্ত। আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা হল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত অর্থ এই হয় যে, কাফেরের প্রতি ঘৃণা পোষণও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কুফরী ও কাফেরদের যাবতীয় কাজকে ঘৃণা করা ওয়াজিব। 'রিদ্দা' তথা দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া এবং ধর্মত্যাগী হওয়া ঘৃণিত জিনিস। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অন্যদের প্রতি বেশী ভালবাসা রাখা হারাম। (আল্লাহ তাআ'লা বলেন,)

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة ٢٤]

"বল, "তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর

রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (তাওবা ২৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الإِيْمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الإِيْمَانُ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ)) [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، الصحيحة ٥٥٤]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো ঈমান সর্বোত্তম? তিনি বলেন, "ঈমান হল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নাম।" (হাদীসটি ইবনে আবী শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আসসাহীহা ৫৫৪)

হাদীসে ঈমানের ব্যাখ্যা তার মহান বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ গুণের দ্বারা করা হয়েছে। আর তা হল, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। কেননা, ধৈর্য হল ঈমানের এমন মূল, যার সাহায্যে নির্দেশিত বস্তু সম্পাদন করা (সহজ) হয়, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা (আসান) হয় এবং নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করাও (অনায়াস সিদ্ধ) হয়। আর সহিষ্ণুতার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট যা আছে, তা পাওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর মহান অঙ্গীকারে বক্ষ উন্মুক্ত হয়। ঈমান আক্বীদা এবং যাবতীয় আমল ও আখলাককে শামিল।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الإِيْمَانُ؟ قَالَ: ((إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ))، قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! فَمَا الإِثْمُ؟ قَالَ: ((إِذَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ فَدَعْهُ)) [رواه أحمد، الصحيحة ٥٥٠]

আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কাকে বলে? তিনি বলেন, "যখন তোমার ভাল কাজ

তোমাকে আনন্দ দিবে এবং মন্দ কাজ নিরানন্দ, তখন (জানবে) তুমি মু'মিন।" সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! পাপ কাকে বলে? তিনি বললেন, "যদি তোমার অন্তরে কোনো জিনিসের খটকা আসে, তবে তা বাদ দিও।" (আহমদ, আসসাহীহা ৫৫০)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মু'মিনকে তার ভাল কাজ আনন্দ দেয়, তার আনুগত্য তাকে প্রসন্ন করে এবং অবাধ্যতা তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু মুনাফেক্ব ও পাপীর ব্যাপার এর বিপরীত। সে আনুগত্যে পরিতুষ্ট নয় এবং তার স্বাদও সে পায় না। সে না পাপ করে কষ্ট পায়, আর না তার তিক্ততাও সে অনুভব করে। ভাল কাজে আনন্দ বোধ তার নেকীকে আরোও বৃদ্ধি করে এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া তার শাস্তিকে লাঘব করে। মু'মিনের নিকট এমন হার্দিক নিক্তি রয়েছে, যদ্দ্বারা সে তার ঈমানের পরিমাপ জানতে পারে।

عَنْ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ الله، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ)) [رواه أحمد/ الصحيحة: ٥٤٩]

ফুযালাহ ইবনে উবায়েদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মু'মিন কে এ কথা কি আমি তোমাদেরকে বলে দিব না? (মু'মিন হল সেই,) যার থেকে মানুষের মাল ও জান সুরক্ষিত। আর মুসলিম হল সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ হল সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য স্বীয় নাফসের সাথে

জিহাদ করে। আর মুহাজির হল সেই, যে যাবতীয় অন্যায় কাজ ও পাপ ত্যাগ করে।" (আহমদ, আসসাহীহাঃ ৫৪৯)

হাদীসে মু'মিনের পরিচয় তার মহৎ গুণ এবং সুন্দর চরিত্রের দ্বারা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মু'মিন হল সেই, যে নিজেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখে, মানুষরা তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকে, তার প্রতি তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং তার ক্ষতি থেকে তাদের জান ও মাল সুরক্ষিত থাকে। আর মুহাজিরের ব্যাখ্যা হিজরতের এক সুমহান কর্ম দ্বারা করা হয়েছে। তা হল, পাপাচার থেকে বিরত থাকা, সমস্ত দুষ্কৃতি ত্যাগ করা এবং তাঁর কাছে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা, যিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: ((قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ)) [رواه مسلم]

সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আষষাক্বাফী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন, যা আমি আপনি বাদে অন্য কারো কাছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো না। তিনি বলেন, "বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। তারপর এর উপর অবিচল হয়ে যাও।" (মুসলিম৩৮)

হাদীসে রয়েছে যে, এই বাক্যটি হল দ্বীনের সারাংশ এবং মিল্লাতের সব কিছু। এর অর্থ হল, বিশ্বাস এবং কথা ও কাজ সব দিক দিয়েই ঈমান আনা। আর এই মহান নীতির উপর অবিচল থাকার অর্থ হল, অব্যাহতভাবে তার উপর টিকে থাকা। আর 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান

এনেছি' বাক্যটির দাবী হল, আল্লাহর রুবূবিয়াতের উপর, তাঁর উলুহি-য়্যাতের উপর, তাঁর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলী এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, ও তাঁর রাসূলগণকে যা কিছু দিয়ে প্রেরিত করেছেন, সেসবের উপর ঈমান আনা। আর 'এর উপর অবিচল থাক' বাক্যটির অর্থ হল, দ্বীনের সকল বিষয়কে সুন্দরভাবে ও সঠিক পন্থায় সম্পাদন করা। এই হল দ্বীনের সার্বিক বিষয়।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) [رواه البخاري ومسلم ١٥-٤٤]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও অধিক প্রিয় না হয়ে যাই।" (বুখারী ১৫-মুসলিম ৪৪)

হাদীসে সাহাবাদের জন্যে যে সম্বোধন বাক্য ব্যবহৃত হয়, সে সম্বোধন আসলে সকল উম্মতের জন্য। ভালবাসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা অন্তরের কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তা দ্বীনেরই কাজ। ঈমানদারদের পারস্পরিক ঈমানে তারতম্য আছে। ঈমান বাড়ে ও কমে। রাসূলের প্রতি ভালবাসা রাখা তাঁর উম্মতের উপর ফরয। তাঁর প্রতি ভালবাসা হল দ্বীনের শক্ত হাতলগুলির অন্যতম হাতল। রাসূলের ভালবাসার উপর পিতা, পুত্র এবং অন্য কারো ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া হারাম।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [رواه البخاري ومسلم ١٣-٤٥]

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পার না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার অপর ভাইয়ের জন্যও কররবে।" (বুখারী ১৩-মুসলিম ৪৫)

হাদীসে অন্তরের কর্মসমূহকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে মানুষের পারস্পরিক তফাতের কথাও বলা হয়েছে। মুসলিমের উপর তার ভাইয়ের অধিকার হল, তার কল্যাণ কামনা করা, যেমন সে নিজের কল্যাণ কামনা করে এবং সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তার অপর ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করা। হাদীসে মু'মিনদেরকে ধোঁকা দিতে এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, তা ঈমানদারদের চরিত্র নয়। হাদীস দ্বারা ঈমান বাড়ার ও কমার প্রমাণ হয়। অর্থাৎ, পুণ্যময় কাজের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতা ও পাপের দ্বারা তা হ্রাস পায়।

ঈমান বাড়ে ও কমে

عَنْ حَنْظَلَة ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً)) [رواه مسلم ٢٥١٤]

হানযালা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমি সেই সত্তার শপথ ক'রে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার নিকট থাকাকালে তোমাদের যে অবস্থায় হয়, যদি তোমরা সর্বদা এ অবস্থায় অবিচল থাক এবং সর্বদা আল্লাহর যিকরে মশগুল থাক, তবে অবশ্যই

ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করবেন। কিন্তু হে হানযালা! এক ঘন্টা, এক ঘন্টা।" (অর্থাৎ, এক ঘন্টা আল্লাহর যিকরে, আর এক ঘন্টা পার্থিব কাজে ব্যয় করবে)। (মুসলিম ২৫১৪)

হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কখনো কখনো কিছু উদাসীনতা তার মধ্যে অবশ্যই আসে। আর সাহাবাদের উত্তম অবস্থা তখন হত, যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। বান্দার দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়া এক রকম জরুরী জিনিস। যাতে তার আত্মগর্ব দূর হয়ে সাব্যস্ত হয় যে, সে একজন দাসমাত্র এবং সে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সৃষ্টির আবিষ্কার ও তার নিশ্চিহ্ন করণ আল্লাহর জন্য অতি সহজ ব্যাপার। সৎ মু'মিনরা ফেরেশতাদেরকে কখনো দেখেন এবং তাঁদের সাথে মুসাফাহাও করেন। কোনো কোনো ওলীদের সাথে এ রকম ঘটেছে। ফেরেশতারা নেক লোকদের বাড়ির যিয়ারত করেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوؓ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَخلَقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللهَ تَعَالَى أَن يُجَدِّدَ الإِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ))

[رواه الطبراني في الكبير/ الصحيحة: ١٤٨٥]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ؓ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ঈমানও তোমাদের কারো অন্তরে ঐরূপ পুরোনো হয়ে যায়, যেরূপ কাপড় পুরোনো হয়ে যায়। অতএব তোমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন তোমাদের অন্তরে ঈমান নবায়ন করে দেন।" (তাবরানী, আসসাহীহা ১৪৮৫)

হাদীসে রয়েছে যে, ঈমান পাপের কারণে দুর্বল হয়ে যায় এবং উদাসীনতার জন্য তা অন্তরে পুরোনো হয়ে যায়। ফলে যিকর, দুআ' কুরআন পাঠ এবং নেক আমলের মাধ্যমে ঈমানের ঐরূপ নবায়ন করতে হয়, যেরূপ কাপড় পুরোনো হয়ে গেলে তা নতুনের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। আর বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার, তার বৃদ্ধির এবং তার উপর অবিচল থাকার জন্য প্রার্থনা করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ)) [رواه أبوداود ٤٦٩٠ الصحيحة ٥٠٩]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন বান্দা ব্যভিচার করে, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে ছায়ার মত ঝুলে থাকে। অতঃপর সে যখন তা ত্যাগ করে, ঈমান আবার তার কাছে ফিরে আসে।" আবূ দাউদ ৪৬৯০, আসসাহীহা ৫০৯)

হাদীসে পাপের ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা ঈমানের পূর্ণতায় ঘাটতি আনে এবং তাতে দোষ ঢুকিয়ে দেয়। আর ঈমান কোনো কোনো সময়ে বিলুপ্ত হয়েও যায়। এই হাদীসে মুর্জিয়াদের খূন করা হয়েছে, যারা বলে, ঈমান থাকতে গোনাহ কোনো ক্ষতি করে না। আহলে সুন্নাতের মত অনুযায়ী ঈমান বাড়ে ও কমে। আর হাদীসে রয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গম্য নহে এমন বস্তুও কখনো ইন্দ্রিয়গম্য জিনিসের রূপ ধারণ করে। ব্যভিচার খুবই অশুভ এবং তা সব চেয়ে জঘন্য পাপ। বান্দার উচিত স্বীয় ঈমান নষ্ট হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। আর এই (সতর্কতা) হয় পাপ থেকে বিরত থেকে এবং নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) [رواه البخاري ومسلم ٢٤٧٥-٥٧]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদখোর যখন মদ খায়, তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। আর ঈমানদার থাকা অবস্থায় কেউ দিন-দুপুরে এভাবে ডাকাতি-ছিনতাই করে না যে, মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকবে, আর সে ডাকাতি ও ছিনতাই করে যাবে।" (বুখারী ২৪৭৫-মুসলিম ৫৭)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহাপাপগুলো পূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী জিনিস। ঈমান ঈমানদারকে পাপ থেকে বিরত রাখে। এতে মুর্জিয়াদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলে, ঈমান থাকতে পাপের দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না। হাদীসে তার প্রতি কঠোর ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে, যে কাবীরা গোনাহ সম্পাদন করে। আর গোনাহের মধ্যে ছোট ও বড় আছে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাকার ও উমার (রাযী আল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের কাছ থেকে উঠে কোথাও চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বেশ বিলম্ব করতে লাগলেন। আমরা আশঙ্কা করতে লাগলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে

তাঁকে আবার কেউ কষ্ট দিয়ে বসে। কাজেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে পড়লাম। আর আতঙ্কগ্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর খোঁজে বেরিয়ে গেলাম। আমি নাজ্জার গোত্রের এক আনসারীর বাগানে উপস্থিত হলাম। আমি বাগানের কোনো দরজা আছে কি না তার খোঁজাখোঁজি করতে লাগলাম, কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ দেখি একটি নালা বহিস্থ এক কুয়া থেকে বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আমি শিয়ালের মত কুঁকড়ি- সুকড়ি হয়ে বাগানে প্রবেশ ক'রে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে পৌঁছে গেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, "আবূ হুরাইরা? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "তোমার ব্যাপার কি? বললাম, আপনি আমাদের সাথে ছিলেন। অতঃপর উঠে কোথাও চলে গেলেন এবং ফিরতে দেরী হলে আমরা আশঙ্কা করতে লাগলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনাকে আবার কেউ কষ্ট দিয়ে দেয়। কাজেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আর আতঙ্কগ্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই বাগানে এসে শিয়ালের মত কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে ঢুকে পড়লাম। লোকরা সব আমার পিছনে। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "তুমি আমার এই জুতো দু'টো নিয়ে যাও। এ বাগান পেরিয়ে যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।" অতঃপর সর্ব প্রথম যাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল তিনি হলেন উমার-ﷺ-। তিনি বললেন, এ জুতো দু'টোর ব্যাপার কি হে আবূ হুরাইরা? আমি বললাম, এ দু'টো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জুতো। তিনি এ দু'টো দিয়ে আমাকে এই জন্যে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের

সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তবে তাকে যেন আমি জান্নাতের সুসংবাদ দিই। (এ কথা শুনে উমার-ﷺ-) তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করলেন। ফলে আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বললেন, হে আবূ হুরাইরা! তুমি ফিরে যাও। আমি তখন কাঁদোকাঁদো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। উমার-ﷺ-ও আমার পিছনে পিছনে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "কি ব্যাপার আবূ হুরাইরা?" বললাম, উমার-ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আমি সে খবর জানালাম, যা দিয়ে আপনি আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন। (একথা শুনে) তিনি আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বললেন, ফিরে যাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "হে উমার! কোন্ জিনিস তোমাকে এ কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করল?" তিনি (উমার-ﷺ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি ক্বুরবান হোক! আপনি কি আবূ হুরাইরাকে আপনার জুতো দু'টো দিয়ে এই জন্যে পাঠিয়ে ছিলেন যে, যারই সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তবে সে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে? তিনি-ﷺ-বললেন, 'হ্যাঁ, তখন উমার-ﷺ-বললেন, আপনি এ রকম করবেন না। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি যে, তাহলে লোকেরা এরই উপর ভরসা করে বসবে। কাজেই তাদেরকে আমল করতে দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "ঠিক আছে তাদেরকে আমল করতে দাও।" মুসলিম)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সত্যকে প্রমাণ করার জন্য কোনো নিদর্শন দেওয়া যায়। ভাল ও আনন্দদায়ক খবরের ব্যাপক প্রচারের কথাও হাদীস

দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর এ কথাও প্রমাণ হয় যে, সেই জ্ঞানই প্রচার করতে হয়, যা মানুষের জন্য সন্দেহ ও সংশয়ের কারণ না হয়। অনুরূপ এই হাদীসে রয়েছে যে, উমার-ﷺ-আবূ হুরাইরা-ﷺ-কে ফিরিয়ে দেন এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলেন যে, আমি আশঙ্কা করছি যে তারা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, আর (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-) তাঁর এ কথা মেনে নেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [رواه مسلم ٢٧]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" যে ব্যক্তি কোনো প্রকার সন্দেহ না করে এই দু'টি বাক্য নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম২৭)

হাদীসে উভয় 'শাহাদাত' বাক্যের প্রমাণ রয়েছে। আর এ দু'টি হল একে অপরের অবিচ্ছেদ অংশ। এ দু'টির কোনো একটিকে বাদ দিলে, অপরটি অসম্পূর্ণ থাকে। আর যে এই বাক্য দু'টির সাক্ষ্য দিবে, তাকে বড় প্রত্যয়ের সাথে সাক্ষী দিতে হবে। কেননা, কালেমার ব্যাপারে সন্দেহ করা হল তার (কালেমার) পরিপন্থী জিনিস। তাওহীদবাদীদের শেষ পরিণতি হল জান্নাত। যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই)-এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হয়, সে তার দাবী অনুযায়ী আমলও করে। আর আন্তরিক বিশ্বাস হল কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেবল

মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট হবে না।

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي نَفَرٌ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا، وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الجَنَّةَ))، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله! إِذَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ)) [رواه أحمد/ الصحيحة: ٧١٢]

আবূ মূসা আশআ'রী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমার সাথে আমার গোত্রের একদল লোকও ছিল। তিনি-ﷺ-বললেন, "তোমরা সুসংবাদ শুনে নাও এবং তোমাদের অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকেও সুসংবাদ দিয়ে দাও, যে ব্যক্তি নিষ্ঠান সাথে এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তারপর আমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ শুনানোর জন্য নবী করীম-ﷺ-এর কাছ থেকে বেরিয়ে গেলাম। অতঃপর উমার-ﷺ-এর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো লোকেরা এরই উপর ভরসা করে বসবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-চুপ করে গেলেন। (আহমদ, আসসাহীহা ৭১২)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষের কাছে যে জিনিস প্রিয় তার সুসংবাদ দেওয়া যায়। আর সব থেকে মহান সুসংবাদ হল, নিষ্ঠাবান তাওহীদবাদীদেরকে জান্নাতে যাওয়ার সুখবর শুনানো। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার পাঠকের উপকারে আসবে, যদি তা আন্তরিকতার সাথে হয়, তার

প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তার পাঠে সততা থাকে, আল্লাহর জন্যই তা পাঠ করে থাকে এবং তার দাবী অনুযায়ী আমল করে থাকে। যে এ রকম করে, তার ঠিকানা হয় নিয়ামতেপূর্ণ জান্নাতে। আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না এ কথারও সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-আল্লাহর রাসূল। আর আমলসমূহের মধ্যে এই 'শাহাদা'/সাক্ষ্য প্রদানই হল সব চেয়ে বৃহত্তম আমল, এরই প্রতি সমস্ত রাসূলগণ আহ্বান জানিয়েছেন।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ)) [رواه مسلم ٢٦]

উসমান ইবনে আফফান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই এই অবগতি নিয়ে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম২৬)

হাদীসে উল্লিখিত (يَعْلَمُ) 'য়্যা'লামু' তথা 'ইলম'-এর অর্থ হল, মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর উলূহিয়্যাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। মহিমময় আল্লাহকে এক ও একক মনে করা। এই বিশ্বাসে নিষ্ঠাপূর্ণ হওয়া। এই স্বীকৃতিতে সত্যবাদী হওয়া এবং এই বুনিয়াদী সত্যের নসীহত করা। এই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মধ্যে রয়েছে অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতি। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত উপাস্যের অস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং কেবল পূত-পবিত্র আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা’র ফযীলত

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: أَحْضِرُوهُ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ قَالَ: فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) [رواه أحمد/ الصحيحة ١٣٥]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন উপস্থিত সমস্ত মানুষের সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে মুক্তি দিবেন। তার সামনে (তার কৃত কর্মের) ৯৯টি দপ্তর তুলে ধরা হবে। প্রত্যেকটি দপ্তরের পরিসর হবে চোখের দৃষ্টি অবধি। অতঃপর বলবেন, এর কোনো কিছু কি তুমি অস্বীকার করছ? আমার তত্ত্বাবধায়ক লেখকবৃন্দ তোমার উপর অবিচার করেনি তো? সে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক। তখন বলবেন, তোমার কি কোনো অজুহাত, বা কোনো নেকী আছে? সে তখন হতভম্ব

ও বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক (আমার কোনো নেকী নেই)। আল্লাহ বলবেন, কেন নাই, অবশ্যই তোমার একটি নেকী আমার কাছে রয়েছে। তোমার উপর আজ কোনো অবিচার করা হবে না। অতঃপর তার জন্য একটি কাগজের টুকরা বের করবেন যার মধ্যে থাকবে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর বান্দা ও রাসূল'। তারপর বলবেন, ওটাকে হাজির কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এত বড় বড় দপ্তরের সামনে সামান্য এই কাগজের টুকরা দিয়ে কি হবে? বলা হবে, তোমার উপর অবিচার করা হবে না। অতঃপর দপ্তরগুলি একটি পাল্লায় রাখা হবে। দপ্তরগুলি হালকা হয়ে যাবে এবং কাগজের টুকরাটি ভারী হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর যিকরের উপর কোনো জিনিস ভারী হতে পারে না।" (আহমদ, আসসাহীহা)

হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাহাত্ম্য এবং দাঁড়ি-পাল্লায় তার ভারী হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর এও তুলে ধরা হয়েছে যে, এই কালেমা হল, আমলের দিক দিয়ে সব চেয়ে বেশী ভারী আমল, নেকীর মধ্যে সব চেয়ে বড় নেকী এবং আনুগত্যের মধ্যে সব চেয়ে মহান আনুগত্য। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাস্তব রূপ দিবে, তার মৌখিক স্বীকৃতিতে সত্যবাদী হবে এবং তার বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হবে, কালেমা তার উপকারে আসবে এবং কালেমার দাবী অনুযায়ী আমল করলে তার পাপসমূহ মার্জিত হবে। হাদীসে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার কথা তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখা, তাঁর রহমতের আশা করা, তাঁর ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়া এবং তাঁর দয়া থেকে হতাশ না হওয়া। কেননা, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আর

হাদীসে রয়েছে যে, কোনো কোনো মানুষের হিসাব সকলের উপস্থিতিতে হবে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অবিচার করবেন না। কিয়ামতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার হিসাব সরাসরি নিবেন কোনো দোভাষী থাকবে না। অনুরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আমলের দপ্তর রয়েছে যাতে যাবতীয় নেকী ও পাপ লিপিবদ্ধ হয়। তাওহীদের ফযীলত অনেক। তত্ত্বাবধায়ক লেখক ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনতে হয়। আর এ কথাও হাদীসে বলা হয়েছে যে, ন্যায় কর্মসমূহ অন্যায় কর্মসমূহকে দূর করে দেয়।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي- مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟)) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السِّلَاحِ، قَالَ: ((أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ)) [رواه البخاري ومسلم ٩٦]

উসামা ইবনে যায়েদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আমরা অতি ভোরে জুহায়নার হূরুক্বা গোত্রটির উপর আক্রমণ করলাম। আমি এক ব্যক্তিকে পেয়ে বসলে সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে ঈমান গ্রহণের ঘোষণা দিল। তবুও আমি তাকে আঘাত করলাম। আর এ ব্যাপারে আমার মনে সংশয় সৃষ্টি হল। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি তখন বললেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, সেতো অস্ত্রের ভয়ে কালেমা পড়েছিল। তিনি-ﷺ-তখন বললেন,

"তুমি তার অন্তরটা ফাড়লে না কেন তাহলে জানতে পারতে যে, সে ভয়ে বলেছিল, কি না।" তিনি বার বার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল, যদি আজ আমি ইসলাম গ্রহণ করতাম। (বুখারী-মুসলিম৯৬)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, তার রক্ত সুরক্ষিত হয়ে গেল এবং তার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ থাকবে। যে এই কালেমা পড়বে, তাকে কোনো প্রকারের আঘাত দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে। দুনিয়াতে মুনাফেক্বের সাথে কাফেরের মত আচরণ করা যাবে না, যদিও সে কাফেরের চেয়েও বেশী জঘন্য। কেননা, সে ইসলামের বাহ্যিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কুফরী গোপন করেছে। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, কিয়ামতের দিন তা (কালেমা) তার উপকারে আসবে। বান্দার উচিত যুদ্ধের সময় ভালভাবে নিশ্চিত হওয়া, যাতে সে (অজানতে) কোনো নিষ্পাপের রক্ত বয়ে না ফেলে এবং কোনো মুসলিম প্রাণ হত্যা করে না বসে। মানুষের অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে জানা বান্দার কাজ নয়, বরং এটা মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ থাকবে।

আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী

﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ* هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر٢٢-٢٤]

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা হাশর ২২-২৪)

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٠]

“আর আল্লাহর রয়েছে অনক সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা সেসব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।” (সূরা আ’রাফ ১৮০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ((إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، اللهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)) [رواه البخاري ومسلم ٦٤١٠-٢٦٧٧]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহর নিরানব্বইটি এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে তা (নামগুলি) মুখস্থ (ও তার দাবী অনুযায়ী আমল) করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন।” (বুখারী)

হাদীসে মহান আল্লাহর পূর্ণ একত্ববাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি এক ও একক তাঁর কোনো শরীক নেই। 'ভালবাসা' আল্লাহর একটি গুণ যা হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং তিনি কিছু প্রকারের মানুষকে, কোনো কোনো কথা ও কর্মসমূহকে এবং কোনো কোনো স্থান ও কালকে ভালবাসেন। সংখ্যার মধ্যে তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। তাই শরীয়তের বিধানের অধিকাংশ সংখ্যা বেজোড় এসেছে। যেমন, দিন শেষ হয় বেজোড় সংখ্যায়, আর তা হল মাগরিবের নামায। আর রাতের শেষ নামায হল বেজোড়। তাওয়াফ ও সাঈ হল সাত চক্কর। তাসবীহ হল ৩৩ বার এবং আল্লাহর নামগুলি হল নিরানব্বইটি।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: قال ﷺ: ((إِنَّ السَّلاَمَ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وُضِعَ فِي الأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)) [رواه البخاري في الأدب المفرد/ الصحيحة: ١٨٤]

আনাস ইবনে মালেক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সালাম হল আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম, যা পৃথিবীতে রাখা হয়েছে। কাজেই তোমরা আপসে সালামের প্রচলন কর।" (হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর 'আদাবুল মুফরাদ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আসসাহীহা ১৮৪)

হাদীসে রয়েছে যে, 'সালাম' মহান আল্লাহরই একটি নাম। তাঁর নাম অনেক। তাঁর নামগুলি সব 'তাওক্বীফীয়া'। (অর্থাৎ, কুরআনে ও হাদীসে যা উল্লিখিত তা ব্যতীত অন্য নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা যাবে না) বান্দার উচিত নামসমূহের ও গুণাবলীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং তার মধ্যে বান্দার জন্য যা উপযুক্ত তার দাবী অনুযায়ী আমল করা।

যেমন, সালাম, রাহমান, কারীম ও হালীম। মু'মিনদের আপসে সালামের প্রচলন সৃষ্টি করা ওয়াজিব। কেননা, এতে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি হয়। সালামের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটি লক্ষ্য হল মু'মিনদের আপসে শান্তি সংস্থাপন যা শরীয়তের দাবীসমূহের অন্যতম দাবী। কারণ, মুসলিম তো সেই, যার জিভ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)) [رواه أبوداود–صحيح الجامع]

ই'য়ালা ইবনে উমায়্যা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একজনকে মুক্তমাঠে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ লজ্জাশীল এবং অত্যধিক আবরণকারী। তাই তিনি লজ্জা ও আবরণকে ভালবাসেন। কাজেই তোমাদের কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন নিজেকে আড়াল করে।" (আবূ দাউদ, সাহীহুল জামে)

হাদীসে আল্লাহর দু'টি নাম রয়েছে। আর তা হল 'হায়্যেউন' খুব লজ্জাশীল এবং 'সিত্তীর' অতীব আবরণকারী। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মশা কি তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোনো জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশ করতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না'। অতএব আল্লাহর লজ্জাবোধ আছে যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো সৃষ্ট বস্তুর লজ্জার সাথে তা তুলনীয় নয়। হাদীসে এও প্রমাণিত যে, 'ভালবাসা' মহান

আল্লাহর একটি গুণ। মুসলিমের উচিত গোসল করার সময় এবং প্রস্রাব পায়খানা করার সময় নিজেকে আড়াল করা। লজ্জা ও গোপন করা হল মুমিনের গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। লজ্জার পুরোটাই ভাল। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আনসারদের একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা করেন না।' হাদীসের অর্থ হল, আল্লাহর লজ্জাবোধ আছে, যা তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ)) [رواه الترمذي/ صحيح الجامع]

সালামান ফারসী-ﷺনবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি-ﷺ-বলেছেনন, "অবশ্যই আল্লাহ লজ্জাশীল ও বদান্য। তাই বান্দা যখন তার হাত দু'টি তাঁর কাছে তুলে (দুআ' করার সময়) তখন তিনি তা শূন্য ও ব্যর্থ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (আহমদ, সাহীহুল জামে)

হাদীসে মহান আল্লাহর দু'টি গুণ, তাঁর লজ্জাবোধ এবং তাঁর বদান্যতা সাবস্যত হয়েছে, যা তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য উপযুক্ত। তাঁর লজ্জাবোধ আছে। তবে তা সৃষ্ট বস্তুর লজ্জার মত নয়। কেননা আল্লাহর গুণাবলী আমাদের গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। দুআর আদব হল হাত উঠানো। এতে দুআর বরকত ও ব্যাপক কল্যাণ রয়েছে। বান্দার উচিত স্বীয় প্রতি-পালকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হওয়া। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া বিস্তর এবং তাঁর কল্যাণ ব্যাপক।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ اللهِ لَوْ سَعَّرْتَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)) [رواه أحمد/ صحيح الجامع]

আনাস ইবনে মালেক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ -ﷺ-এর যুগে (জিনিসের) মূল্য বেড়ে গেলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি মূল্য নির্দিষ্ট করে দিতেন? তখন তিনি বললেন, "আল্লাহই স্রষ্টা, হ্রাসকারী ও বৃদ্ধিকারী, আহারদাতা এবং তিনিই মূল্য নির্দিষ্টকারী। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করি যে, কেউ যেন আমার কাছে এমন কোনো যুলুমের বাদলা না চায়, যা আমি তার জানে ও মালে করে বসি।" (আহমদ, সাহীহুল জামে)

হাদীসে আল্লাহর কয়েকটি গুণের উল্লেখ হয়েছে, যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর গুণগুলিকে আল্লাহ জন্য ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যেভাবে আমাদের রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেননা, তিনি সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিপালকের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। হাদীসে যুলুম করা থেকে এবং মানুষের ধন-সম্পদ অনিষ্ট করা থেকে সাবধান করা হয়েছে। আর ব্যবসায়ীদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, যদি তাদের (জিনিসের) মূল্য ও লাভাংশ মানুষের কাছে পরিচিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে কোনো প্রকার নোংরা ধোঁকাবাজী না থাকে। আর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সংযমশীলতায়, তাঁর প্রতিপালককে ভয় করায় এবং সুবিচারের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ছিলেন।

عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي

الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟)) فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ؟)) قَالَ، لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: ((فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟)) قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: ((فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ)) [رواه أبوداود/ الإرواء: ٦١٥]

হানীয়ে ইবনে ইয়াযীদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে দূত হয়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-শুনলেন যে, তাঁর (হানীয়ে ইবনে ইয়াযীদ) গোত্রের লোকেরা তাঁকে 'আবূল হাকাম' বলে ডাকছে। তাই তিনি-ﷺতাঁকে ডেকে বললেন, আল্লাহই হলেন 'হাকাম' (বিচারক) এবং বিচার তাঁরই সমীপে পেশ করতে হয়। সুতরাং তোমাকে 'আবূল হাকাম' বলে ডাকে কেন? তিনি (হানীয়ে) বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হলে আমার কাছেই আসে, আর আমি ফয়সালা করে দিলে উভয় দলই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "এ তো খুবই ভাল! তোমার কি কোনো সন্তানাদি আছে? তিনি বললেন, আমার রয়েছে, শুরাইহ, মুসলিম এবং আব্দুল্লাহ। তিনি-ﷺ-বললেন, "তাদের মধ্যে বড় কে?" তিনি বললেন, শুরাইহ। রাসূলূল্লাহ-ﷺ-বললেন, "তাহলে তোমার ডাক নাম হল, আবূ শুরাইহ।" আবূ দাউদ, ইরওয়া ৬১৫)

হাদীসে আল্লাহর 'হাকাম' (বিচারক) হওয়ার গুণকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে? তিনি এমন বিচারক যাঁর সমূহ

কথা ও কাজ, বিচার-ফয়সালা এবং তাঁর কর্তৃক নির্ধারিত সব কিছুই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর বিচার তাঁরই সমীপে পেশ করতে হয়। প্রতিটি জিনিস তাঁরই কাছে ফিরে যাবে এবং শেষ ফয়সালা তিনিই করবেন। তিনিই কিয়ামতে মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন এবং অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর কাছ থেকে সুবিচারপূর্ণ বদলা নিয়ে দিবেন। তিনি মানুষের এমনভাবে হিসাব নিবেন যে কারো প্রতি যুলুম করা হবে না এবং কারো হক্ব মারাও হবে না। তাঁর বাক্যগুলি সত্য এবং তাঁর বিধানসমূহ ন্যায়সংগত। 'আপনার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও সুষম।' হাদীসে আছে যে, 'তোমারই নিমিত্তে বিবাদ করি এবং তোমারই সমীপে বিচার পেশ করি।' সুতরাং পূত-পবিত্র তিনিই, যিনি বিচার-ফয়সালা করেন, তাঁর ফয়সালার পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই। তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।

عَنْ النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَان ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : ((وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ)) [رواه ابن ماجة وقال في الزوائد: إسناده صحيح]

নাওয়াস ইবনে সামআ'ন-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মানদণ্ড আল্লাহর হাতে। তিনি কোনো জাতিকে শীর্ষে তুলে দেন এবং অন্যদেরকে একেবারে নীচে নামিয়ে দেন।" (ইমাম ইবনে মাজা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং 'যাওয়ায়েদ' নামক কিতাবে হাদীসটির সনদকে শুদ্ধ বলেছেন।) হাদীসে 'মীযান' (মানদণ্ড) এবং আল্লাহর হাতের প্রমাণ রয়েছে। তাঁর হাতকে ঐভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে, যেভাবে কুরআন ও সুন্নাহ সাব্যস্ত করেছে। কোনো মানুষের হাতের সাথে তা তুলনীয় নয়। মহান আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের এবং মিথ্যা দোষা-

রোপকারীদের কথা-বার্তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। শীর্ষে উঠানো এবং নীচে নামানো এ সব মহান আল্লাহর কাজ। আর প্রকৃতপক্ষে শীর্ষস্থান সেই-ই লাভ করে, যাকে তাঁর প্রতিপালক শীর্ষস্থান এবং মর্যাদা দান করেন, যদিও মানুষ তাকে দরে ঠেলে দেয়। আর প্রকৃতপক্ষে সেই-ই সব চেয়ে নীচ, যাকে আল্লাহ নীচে নামিয়ে দেন এবং যার সম্মান হ্রাস করে দেন, যদিও মানুষ তাকে নিয়ে আনন্দ করে থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((إِنَّ يَمِينَ الله مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ)) [رواه البخاري ومسلم ٧٤١٩-٩٩٣]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত ও দিনের ব্যয় তা থেকে কিছুই কম করে না। তোমরা কি দেখ না যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কতই না ব্যয় করতে আছেন, তবুও তা থেকে কিছুই কমেনি, যা তাঁর ডান হাতে রয়েছে। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। আর তাঁর অপর হাতে রয়েছে হ্রাস ও বৃদ্ধি করণ। তিনি যাকে চান তুলে দেন, আবার যাকে চান নামিয়ে দেন।" (বুখারী ৭৪১৯-মুসলিম ৯৯৩)

হাদীসে মহান আল্লাহর দু'টি হাতের প্রমাণ রয়েছে, যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা তার কোনো ধরণ-গঠন নির্ণয় করব না, কারো মত মনে করব না, তার কোনো সাদৃশ্য পেশ করব না এবং তার অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন করব না। আর তাঁর দু'টিই ডান হাত যা কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁর বদান্যতা বিস্তৃত এবং তাঁর অনুগ্রহ অনেক।

তাঁর ভাণ্ডার সম্পদে ভর্তি, শেষ হয় না। আল্লাহর 'আরশ' এর প্রমাণও রয়েছে, যা পানির উপর ছিল। যাবতীয় আমলের, ভাগ্যসমূহের এবং সমস্ত ভাল ও মন্দের মানদণ্ড তাঁরই কাছে। তিনি বান্দাগণ, আমলসমূহ এবং জাতিদের মধ্যে যাকে চান এবং যতটা চান শীর্ষস্থান দান করেন, আবার এসবের মধ্যে যাকে চান ও যতটা চান নীচে নামিয়ে দেন। সেই পূতঃপবিত্র আল্লাহরই কাজ হল, হ্রাস ও বৃদ্ধি করা এবং ঊর্ধ্বে উঠানো ও নীচে নামিয়ে দেওয়া। এটা তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে। আর তাঁর নিকটেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ : ((لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ)) [رواه البخاري ومسلم ٧٣٨٤-٢٨٤٨]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অব্যাহতভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, আর জাহান্নাম সর্বদা বলবে, আরো অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক স্বীয় কদম তাতে রাখবেন। তখন এর একাংশ অপরাংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে বলবে, তোমার ইযযত ও অনুগ্রহের শপথ! ব্যস, ব্যস। আর জান্নাতের মধ্যে সর্বদা স্থান খালি থেকে যাবে। অবশেষে মহান আল্লাহ এর জন্য অন্য মাখলুক্ব সৃষ্টি করবেন এবং খালি স্থানে তাদেরকে স্থান দিবেন।" (বুখারী ৭৩৮৪-মুসলিম ২৮৪৮)

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহর কদম তথা পা আছে যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সৃষ্ট বস্তুর সাথে তা তুলনীয় নয়। "কোনো কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কথাও হাদীসে রয়েছে। তাঁর পাকড়াও বড় কঠিন। জাহান্নাম আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে। আর মহান আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর বিজয় থাকে। তাই যখন জাহান্নামে কোনো কিছু বৃদ্ধি করা হবে, তখন জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে জান্নাতের অবশিষ্ট স্থানের জন্য অন্য এক মখলুক্ব সৃষ্টি করবেন। জাহান্নাম বড় কঠিন (আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।) আর আসমা অসসিফাত, আল্লাহর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারে এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কীয় হাদীস-গুলি সাহাবীরা শুনেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তা মেনে নিয়েছেন, তার সত্যায়ন করেছেন এবং কোনো সাদশ্য, ধরণ-গঠন নির্ণয় না ক'রে এবং কোনো কিছুর সাথে তুলনা না দিয়ে ও তার কোনো কিছুর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না ক'রে সেইভাবেই তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেভাবে ওগুলি এসেছে।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ : ((مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) [رواه الخاري مسلم ٧٥١٢-١٠١٦]

আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সকলের সাথে কথা বলবেন। তার ও প্রতিপালকের

মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে তার ডাইনে তাকাবে, কিন্তু পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার বাঁম দিকে তাকাবে, কিন্তু পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখবে না। অতএব, এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।" (বুখারী-মুসলিম)

হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে আল্লাহর কথা বলবেন। তিনি সেইভাবেই কথা বলবেন, যেভাবে কথা বলা তাঁর জন্য উপযুক্ত। তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দার সাথে কোনো দোভাষী ছাড়াই কথা বলবেন। সেদিন হিসাবের সময় বান্দার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হবে। সাদক্বা এমন বড় মাধ্যম যে তা জাহান্নামের শাস্তি প্রতিরোধ করে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে। বান্দার উচিত নেকীর কোনো কিছুকে তুচ্ছ মনে না করা। যাবতীয় ভাল কাজ হল মুক্তি পাওয়ার উপকরণ। সেখানে নেক কাজ ব্যতীত আর কিছুই উপকারে আসবে না। "এই কিতাব মহা পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে।"

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولِينَ: ((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي))

[أحمد/ الصحيحة]

আয়েশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি 'লায় লাতুল ক্বাদর' তথা সম্মানী রাতকে পাই, তবে কিভাবে দুআ' করব? তিনি বললেন, 'তুমি বলবে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্যুন, তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী' "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ)

হাদীসে রয়েছে যে, সহিষ্ণুতা আল্লাহর এক গুণ বিশেষ যা তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তাঁর 'ভালবাস' গুণেরও প্রমাণ রয়েছে। তিনি তাদেরকে ভালবাসেন, যারা অন্যান্য মানুষের অপরাধ মাফ করে দেয়। বান্দার এমন চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া উচিত, যা পূতঃপবিত্র আল্লাহ ভালবাসেন। আমল যে প্রকার হয়, বদলাও সে প্রকারের দেওয়া হয়। যে মানুষের অপরাধ মাফ করে, আল্লাহ তাকেও মাফ করেন। বান্দার উচিত স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার আশা রাখা এবং নম্র ও কাতর হয়ে স্বীয় পাপের ও দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قال: قال:ﷺ: ((يَتَجَلَّى لَنَا رَبُّنَا ضَاحِكاً يَوْمَ القِيَامَةِ))

[صحيح الجامع ٨٠١٨]

জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমাদের প্রতিপালক সহাস্যে আমাদের সমক্ষে উদ্ভাসিত হবেন।" (সাহীহুল জামে)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐভাবেই উদ্ভাসিত হবেন, যেভাবে উদ্ভাসিত হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য উপযুক্ত। আর তাঁর হাসার প্রমাণও শুদ্ধ হাদীসে এসেছে। এটা তাঁর ওলীদের প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের দলীল। কেননা, তিনি যখন তাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন হাসবেন, পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর থেকে বঞ্চিত রাখা হবে, তারা তাঁর দর্শন লাভ করবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَﷺ : ((يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) [رواه البخاري ومسلم ٢٨٢٦-١٨٩٠]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

“আল্লাহ এমন দু’জন লোকের প্রতি হাসেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং উভয়েই জান্নাতে যায়।” (বুখারী, ২৮২৬ মুসলিম১৮৯০)

হাদীসে মহান আল্লাহর ‘হাসার’ গুণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা বাহ্যিকের উপরই বিবেচ্য। সুতরাং পবিত্র নামের অধিকারী এবং বড় অনুগ্রহকারী আল্লাহ ঐভাবেই হাসেন, যেভাবে হাসা তাঁর জন্য উপযুক্ত। সাহাবাগণ এর উপর ঈমান এনে ছিলেন, মেনে নিয়ে ছিলেন এবং ঐভাবেই সাব্যস্ত করে ছিলনে, যেভাবে তা এসেছে। এ ব্যাপারে তাঁরা বিতর্ক করেননি, বা জিজ্ঞাসাবাদ করেননি এবং অপব্যাখ্যাও করেননি। আর এই হাসা সৃষ্টির হাসার মত নয়। আল্লাহ এর অনেক ঊর্ধ্বে। “কোনো কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।” হাদীসে আল্লাহর বিস্তর রহমত এবং তাওবাকারীর তাওবা কবুল করার কথাও রয়েছে। তাই যে ব্যক্তি (কাউকে) হত্যা ক’রে সত্যিকার তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ)) [رواه أبوداود]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “আমাদের গৌরবময় প্রতিপালক আশ্চর্যান্বিত হোন এমন একদল জাতির ব্যাপারে, যাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক’রে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।” (আবূ দাউদ)

হাদীসে আল্লাহর ‘আশ্চর্যবোধ’ করার গুণের কথা প্রমাণ হয়। তিনি ঐভাবেই আশ্চর্যান্বিত হোন, যেভাবে আশ্চর্যান্বিত হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার জন্য উপযুক্ত। কোনো সৃষ্টবস্তুর আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার সাথে তা

তুলনীয় নয়। "কোনো কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" মানুষ তার সংকীর্ণ লক্ষ্যের কারণে উত্তম জিনিস নির্বাচন করতে নাও পারে, তাই অপর জনকে এর (উত্তম জিনিসের) পথ বাতলে দিতে হয়। বান্দা তার দ্বারাও উপকৃত হয়, যে তার সাথে সত্য গ্রহণের জন্য এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যদিও সে তাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। নাফস অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। হাদীসে সৎ সাথী, নসীহতকারী সঙ্গী এবং সৎকাজে সাহায্যকারীর ফযীলতের কথাও রয়েছে। তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না হাদীসে এ কথাও রয়েছে যে, কোনো কোনো লোককে ভাল কাজ করতে অন্যের দ্বারা বাধ্য করা হয় পরে তার অন্তর নরম ও শিথিল হয়ে যায়। জান্নাত কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভালো কাজের প্রারম্ভিক অনেক সময় অন্তরের জন্য কষ্টকর হয়। অনুরূপ হাদীসে রয়েছে যে, মুসলিম আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। মানুষদেরকে তাদের নির্বাচনের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে না যদি তারা মন্দ নির্বাচন করে। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণ হয় যে, এই উম্মত হল সর্বোত্তম উম্মত, যারা একে অপরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((السَّيِّدُ اللهُ)) قَالَ: أَنْتَ أَفْضَلُهَا فِيهَا قَوْلًا وَأَعْظَمُهَا فِيهَا طَوْلًا، فَقَالَ ﷺ : ((لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلَا يَسْتَجِرُّهُ الشَّيْطَانُ)) [رواه أحمد، صحيح الجامع]

আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আপনি কি কুরাইশদের সম্রাট? তখন নবী করীম-ﷺ-বললেন, "সম্রাট তো আল্লাহ।" লোকটি বলল, আপনি কথার দিক দিয়ে এদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মর্যাদার দিক দিয়ে এদের মধ্যে সর্বোচ্চ। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ (শেষোক্ত) এই ধরনের কথা বলতে পারে, তবে শয়তান যেন তার উপর প্রভাব বিস্তার না করে।" (আহমদ, আসসাহীহুল জামে)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, 'সম্রাট' শব্দ কেবল মহান আল্লাহর জন্যই ব্যবহার যোগ্য। সম্রাট তো তিনিই যিনি সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের মালিক, যিনি পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী, যাঁর দয়া অসীম, যাঁর অনুগ্রহ ব্যাপক এবং যিনি বড় প্রতাপান্বিত। আর আল্লাহর সম্রাট হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বান্দার সাথে তার তুলনা হয় না। কেননা, বান্দার সম্রাট হওয়া তো সীমিত ও অসম্পূর্ণ।

عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ:قَالَ ﷺ :((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ فَيَنْطِقُ أَحْسَنَ الْمَنْطِقِ، وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ)) [رواه أحمد، صحيح الجامع]

গেফার গোত্রের এক শায়খ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ মেঘমালা সৃষ্টি করেন যা সুন্দরভাবে কথা বলে এবং সুন্দরভাবে হাসে।" (আমহদ, সাহীহুল জামে)

উল্লিখিত এই হাদীসগুলি আমরা ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করব, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনো ধারণা ও অনুমান এবং সংশয়-সন্দেহ না ক'রে তার সত্যায়ন করব এবং তার দাবীগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করব।

মেঘমালা সৃষ্টি করা এবং তার কথা বলা ও হাসা, সৃজনকারীর কুদরতের, তাঁর আবিষ্কারের নিপুণতার এবং তাঁর পূর্ণ বিচক্ষণতারই এক নিদর্শন। আবার কেউ কেউ মেঘের গর্জনকে তার কথা এবং বিদ্যুৎ চমকানোকে তার হাসা বিবেচিত করে। "তিনিই মেঘমালা সৃষ্টি করেন। মেঘের গর্জন প্রশংসা সহকারে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর ফেরেশতাগণও তাঁর আতঙ্কে কম্পিত হয়ে তাঁরই তসবীহ পাঠ করে। তিনি গর্জনকারী বজ্র প্রেরণ করেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তার দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি পরাক্রমশীল।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ)) [رواه أحمد/ صحيح الجامع]

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "লুক্বমান হাকীম বলতেন, অবশ্যই মহান আল্লাহর নিকট কোনো কিছু আমানত স্বরূপ রাখা হলে, তিনি তার সংরক্ষণ করেন।" (আমহদ, সাহীহুল জামে)

হাদীসে রয়েছে যে, সংরক্ষণ করা পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর কর্ম-সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের হেফাযত করেন। বান্দার উচিত নিজের দ্বীন, আমানত এবং আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট আমানত রাখা। যেমন সহী হাদীসে এসেছে যে, মুসাফিরকে বিদায় করার সময় বলতে হয়,

((أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ))

"আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি।" তিনি পূর্ণ জ্ঞানের

অধিকারী, সব কিছুর খবর রাখেন। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গুপ্ত নয়। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন।"

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ)) رواه مسلم ٢٦٢٠

আবূ সাঈদ খুদরী এবং আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। (অর্থাৎ, খাস আমার গুণ)। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি টেনে নিতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দিব। (মুসলিম)

হাদীসে যাবতীয় ইযযত ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনিই এককভাবে মান-মর্যাদা ও অহঙ্কারের অধিকারী। তাই এই দুই গুণের ব্যাপারে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া বান্দার উপর হারাম। কারণ এ গুণ দু'টি এককভাবে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। তাছাড়া তাঁর প্রতিপালকত্বের, উপাস্যত্বের এবং বীরত্বের দাবীই হল, তিনি হবেন পরাক্রমশীল অজেয়। মাহাত্ম্যের অধিকারী বিজেতা। যদি বান্দাও নিজেকে এই গুণ দু'টির কোনো একটির অথবা দু'টিরই অধিকারী মনে করে, তাহলে এটা স্বীয় প্রতিপালকের গুণকে নিয়ে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া গণ্য হবে এবং স্বীয় উপাস্যের মাহাত্ম্যে শরীককারী বিবেচিত হবে। অতএব বান্দার জন্য অপরিহার্য হল, স্বীয় মুনিবের জন্য নম্রতার গুণে গুণান্বিত হওয়া, স্বীয় প্রতিপালকের জন্য নত হওয়া এবং স্বীয় মা'বুদের জন্য বিনয়ী হওয়া। আর এগুলিই হল দাসত্ত্বের এমন গুণ যা আল্লাহ

তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে চান এবং তাদের উপর তা ওয়াজিব করেন। হাদীসে অহঙ্কারীদের প্রতি এবং যারা নিজেকে প্রবল ও পরাক্রমশালী মনে করে, তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি এবং কঠোর ধমক প্রদর্শিত হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِي ﷺقَالَ:قَالَ ﷺ : ((مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللهِ تَعَالَى، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ)) [رواه البخاري ومسلم ٦٠٩٩-٢٨٠٤]

আবূ মূসা আল-আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কষ্টদায়ক কথা শুনে মহান আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। তারা তাঁর শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর সন্তান আছে বলে মনে করে, তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে রুজি দেন এবং তাদেরকে (নিয়ামত) ও পূর্ণ সুস্থতা দান করেন।" (বুখারী ৬০৯৯, মুসলিম২৮০৪)

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ কষ্টের উপর ঐরূপ ধৈর্য ধারণ করেন, যেরূপ ধৈর্য ধারণ তাঁর জন্য উপযুক্ত। সৃষ্টবস্তুর ধৈর্যের সাথে তা তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই সহিষ্ণু। তিনি পরাক্রমশীল কঠিন শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধকে পরাজিত করে ফেলে। আল্লাহর সাথে শির্ক এবং তাঁর সন্তান ও সঙ্গিনী আছে বলে মনে করা হল সব চেয়ে বড় পাপ। আল্লাহ কাফেরকেও রুজি দেন এবং কুফরি করা সত্ত্বেও তাকে (দুনিয়াতে) ক্ষমা করেন। আখেরাতে তার পাপসমূহের প্রতিফল পুরাপুরি দেওয়ার জন্য তাকে (দুনিয়াতে) ছেড়ে রাখেন। আর হাদীসে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কথা-বার্তা শুনেন কোনো সাদৃশ্য ও তুলনা ছাড়াই। "কোনো কিছুই তাঁর মত নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

আল্লাহর জন্য যার অস্বীকৃতি অপরিহার্য

عَنْ وَالِدِ أَبِي المَلِيْحِ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ ﷺ : ((لَيْسَ لله شَرِيْكٌ))

[رواه أبوداود-صحيح الجامع

আবুল মালীহ-ﷺ-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহর কোনো শরীক নেই।" (আবূ দাউদ, সাহীহুল জামে)

হাদীসের এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি এমন বাক্য যে, সমস্ত রাসূলগণ এবং যাবতীয় আসমানী কিতাবেও এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর এটাই হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তিনি তাঁর উলূহিয়্যাতে এবং তাঁর রুবূবিয়্যাতে এক ও একক। আর তিনি তাঁর নামসূমহে এবং গুণাবলীতে পাক ও পবিত্র। "তোমাদের জানা মতে তাঁর সমতূল্য কোনো সত্তা আছে কি?।"

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ﷺ: ((قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ :لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا)) [رواه البخاري ٤٤٨٢]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, অথচ এরকম করা তার উচিত নয়। আদম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এরকম করা তার উচিত নয়। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ

করা হল এই যে, সে মনে করে যে আমি তার পুনরুত্থানের ক্ষমতা রাখি না, যেমন সে প্রথমে ছিল। আর আমাকে তার গালি দেওয়া হল এই যে, সে বলে, আমার নাকি সন্তান আছে। অথচ আমি পাক ও পবিত্র কাউকে সঙ্গিনী অথবা সন্তান বানানো থেকে। (বুখারী ৪৪৮২)

হাদীসে রয়েছে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং তাদের উপর তাঁর সহিষ্ণুতা বিস্তর। কষ্টদায়ক কথা শুনে তিনি যে ধৈর্য ধারণ করেন তাঁর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল কেউ নেই। যেমন, (ইতিপূর্বে) সহী হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে আল্লাহর সঙ্গিনী ও সন্তান থাকার অস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি তো একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনিও কারো থেকে জন্ম নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। মু'মিন বান্দার উচিত অন্য বান্দাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধরা। আল্লাহ, যিনি সষ্টা, আহারদাতা, তিনি যখন তাদের (বান্দাদের) কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন হন এবং তাঁকে গালিও দেওয়া হয়, অথচ তিনি নিয়ামতদাতা, অনুগ্রহকারী, তাহলে অসহায়-দুর্বল বান্দার অবস্থা কি হতে পারে? (তা সহজেই অনুমেয়)।

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ : ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)) [رواه مسلم ١٧٩]

আবূ মূসা আল আশআ'রী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অবশ্যই মহিমময় আল্লাহ নিদ্রা যান না, আর নিদ্রা যাওয়া

তাঁর উচিতও নয়। তিনিই কারো রুজি বাড়িয়ে দেন, আবার কারো কমিয়ে দেন। রাতের আমল তাঁর কাছে পেশ করা হয় দিনের আমলের পূর্বে। আবার দিনের আমল পেশ করা হয় রাতের আমলের পূর্বে। তাঁর পর্দা হল নূরের (জ্যোতির)। যদি তিনি তা সরিয়ে দেন, তাহলে তাঁর মুখণ্ডলের (গৌরবময়) জ্যোতি সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিবে।" (মুসলিম ১৭৯)

হাদীসে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর পূর্ণ তত্ত্বাবধায়কতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি জিরঞ্জীব সমগ্র বিশ্বের ধারক। তাঁকে নিদ্রা এবং তন্দ্রা স্পর্শ করে না। নিদ্রা তো একটি দোষনীয় জিনিস (দুর্বল গুণ) যা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তাঁর নুরের পর্দা রয়েছে। মানদণ্ড তাঁর কাছে। তিনি যেভাবে চান কমবেশী করেন। বান্দাদের আমলসমূহ প্রত্যেক দিনে ও রাতে তাঁর কাছে পেশ করা হয়। মহিমময় আল্লাহ তাঁর মাহাত্ম্যে এবং গৌরবের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক জিনিসের তিনি পর্যবেক্ষক এবং প্রত্যেক প্রাণীর কৃতকর্মের সংরক্ষক। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলো স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।" আর আল্লাহর গুণাবলীর যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি আমরা ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত করব, যেভাবে এসেছে। কোনো ধরণ-গঠন নির্ণয় করবো না, সাদৃশ্য ও তুলনা পেশ করব না এবং (তার কোনো কিছু) অস্বীকারও করবো না। বরং যা কিছু আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, তার উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে যা কিছু এসেছে, তার উপরেও আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।

ফেরেশতা প্রসঙ্গে

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ: ((رَأَيْتُ جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ))[رواه البخاري ٣٢٣٢ ومسلم ١٧٤ وزاد أحمد: ((يَنْتَثِرُ مِنْ رِيْشِهِا التَّهَاوِيْلُ: الدُّرُّ وَالْيَاقُوْتُ)) [قال ابن كثير: إسناده جيد قوي]

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমি জিবরীল-عليه السلام-কে দেখলাম, তাঁর ছয়শ' ডানা রয়েছে। (বুখারী ৩২৩২-মুসলিম১৭৪) ইমাম আহমদ আরো একটু বৃদ্ধি ক'রে বলেছেন, "তাঁর চমৎকার ডানা থেকে হীরা ও মুক্তা বিকীর্ণ হয়। ইবনে কাসীর বলেন, হাদীসটির সনদ ভাল ও বলিষ্ঠ)

হাদীসে মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন রয়েছে। আর তা হল, তিনি জিবরীল-عليه السلام-কে অনেক ডানা দান করেছেন। আর হয়তো এটাই হল জিবরীল-عليه السلام-এর প্রকৃত সেই রূপ, যেরূপে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। উল্লিখিত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী হল, "তিনি ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তাঁরা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানাবিশিষ্ট।" আর জিবরীল-عليه السلام-এর উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁকে বেশী ডানা দিয়ে বিশেষিত করেছেন।

নবী করীম-ﷺ-এর উপর অহী কিভাবে আসত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُولَ الله فَقَال: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ،

وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا)) [رواه البخاري ومسلم ٢-٢٣٣٢]

আয়েশা-রাযী আল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, হারিস ইবনে হিশাম রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "কোনো সময় অহী ঘন্টার শব্দের মত আমার কাছে আসে। আর এটাই আমার উপর খুব কঠিন হয়। অতঃপর (ফেরেশতার) বলা শেষ হতেই আমি তার কাছ থেকে তা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোনো সময় ফেরেশতা মানুষ রূপে আমার কাছে এসে আমাকে অহীর বার্তা যা বলেন, আমি তা আয়ত্ত করে নেই। আয়েশা বলেন, আমি প্রচূর শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর অহী নাযিল হওয়ার সময় দেখেছি যে, অহী নাযিল হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। (বুখারী ২-মুসলিম ২৩৩২)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর অহী দু'ভাবে নাযিল হত। আর অহী বড় ভারী ও মূল্যবান জিনিস, বিধায় তিনি তার কষ্টও অনুভব করতেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি যদি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।" কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতে গিয়ে নিন্দিত বস্তুর দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। যেমন, হাদীসে ঘন্টার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, অথচ তা নিন্দনীয়। তবে কেবল তার (ঘন্টার) শব্দের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর অনুমতিতে আদম সন্তানের আকৃতি ধারণ করেন। আর এই হাদীসে ফেরেশতা বলতে

জিবরীল ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। আর হাদীসে এ বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে যে, অহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সুমহান এই বার্তা, গৌরবময় বাক্য এবং অহীর ভার ও তাঁর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়ার কারণে শারীরিক ভারজনিত কষ্ট অনুভব করতেন। এতকিছুর পরও তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের জন্য করুণা ও সহযোগিতা। তিনিই তো অহীর ভার সহ্য করা তাঁর জন্য আসান করে দিয়ে ছিলেন এবং তা (অহী) তাঁর জন্য সহজ করে দিয়ে ছিলেন। তা না হলে (অহীর ভার সহ্য করা সম্ভব ছিল না) মহান আল্লাহ বলেন, "আমি যদি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি অহী নাযিল কিভাবে শুরু হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ،- وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: [اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ: ((زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي)) فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، ((لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي)) فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ- وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ- فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ)) رواه البخاري ومسلم٤-١٦٠

আয়েশা-রাযী আল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট যে অহী আসত তা হল ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হত। অতঃপর নিরিবিলি জীবন তাঁর কাছে ভাল লাগলে তিনি একটানা কয়েক

দিন যাবৎ নিজ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে হেরা গুহার নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি খাবারও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অতঃপর (খাবার শেষ হয়ে গেলে) তিনি খাদীজার নিকট ফিরে এসে আবার কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এইভাবে হেরা গুহায় থাকাকালীন তাঁর নিকট সত্য এসে পৌঁছে। জিবরীল-عليه السلام-তাঁর কাছে এসে বলেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা (জিবরীল-عليه السلام-) আমাকে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমি খুব কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।' আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমি দারুণ কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। ফলে তিনি আমাকে তৃতীয়বার ধরে সজোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق ١-٣]

তুমি পড় তোমার প্রতিপিলকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। তুমি পড়, তোমার তোমার প্রতিপিলক সহামহিমান্বিত।" এরপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বাড়ী ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ-রাযিয়াল্লাহু আনহা-র নিকট প্রবেশ ক'রে বললেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় দূরীভূত হয়ে গেলে, তিনি খাদীজাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা ক'রে

বললেন, "আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা বোধ করছি।" খাদীজা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-বললেন, কখনই না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম রাখেন, দুর্বলদের খেদমত করেন, অভাবীদের জন্য উপার্জন করেন, মেহমানদের সম্মান করেন এবং সত্যপথের বিদপ-গ্রস্তদের সাহায্য করেন। তারপর খাদীজা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই অরক্বা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উযযার নিকট গেলেন। অরক্বা জাহেলী যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর তৌফীক্বে ইঞ্জীলের তরজমা ইবরাণী ভাষায় করতেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাঁকে বললেন, আপনার ভাতিজার কাছ থেকে সব কথা শুনুন! অরক্বা বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কি দেখেছ? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। (সব শুনে) অরক্বা বললেন, এ হল সেই রহস্যময় জিবরীল, যাঁকে আল্লাহ মূসা-عليه السلام-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নবূওয়াতের সময় বলবান যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দিবে! (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জিজ্ঞাসা করলেন, "তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দিবে?" অরক্বা বললেন, হ্যাঁ। তুমি যা নিয়ে এসেছ, তদ্রূপ নিয়ে যেই-ই এসেছিল, তাঁর সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি যদি তোমার যুগ পাই, তাহলে একজন বীরের মত তোমার সাহায্য করব। অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই অরক্বা মারা যান। অহীও বন্ধ রইল। (বুখারী৪-মুসলিম১৬০)

হাদীস থেকে প্রমাণিত মাসায়েলঃ নবীদের স্বপ্ন সত্য। মহান আল্লাহ

ইব্রাহীম-عليه السلام-এবং তাঁর পুত্র সম্পর্কে বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি।" ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে অথবা কোনো নেক উদ্দেশ্যে-যেমন, ইবাদতের জন্য ও মানুষ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য-নির্জনে অবস্থান করা বিধেয়। সফর ইত্যাদির জন্য খাবারের পাথেয় সঙ্গে নেওয়া যায়, এটা তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থার) পরিপন্থী নয়, বরং উপকরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সূরা ইক্বরাই সর্ব প্রথম নাযিল হয়েছে। জ্ঞানার্জনের, জ্ঞাত হওয়ার এবং (দ্বীনের) সমঝ লাভের ও দ্বীন সম্পর্কে জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ সূরাতে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-লেখাপড়া জানতেন না। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝানোর জন্য শিক্ষক ছাত্রের শরীরের কোনো অংশ স্পর্শ করতে পারে। ভয় নবীদেরকেও পেয়ে বসতো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মানুষ ছিলেন। মানুষ তার ক্লান্ত-কষ্ট এবং আশঙ্কার অভিযোগ স্বীয় পরিবারের লোকদের কাছে করতে পারে। খাদীজা-রাযিয়া ল্লাহু আনহা-পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারিণী, সুবুদ্ধিমতী এবং সঠিক পরামর্শদাত্রী মহিলা ছিলেন। সৎকর্ম অন্যায় থেকে রক্ষা করে। সৎলোকদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরাচরিত বিধান হচ্ছে, তাদের হেফাযত করা এবং শেষ পরিণাম ভাল করা। মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই সুধারণা রাখা যে, তিনি তাঁর ওলীদের হিফাযত করেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন। লাঞ্ছনা ও মন্দ পরিণাম তো আল্লাহর শত্রুদের জন্য বরাদ্দ। এটা তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ বদলা হিসাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটা আল্লাহর নবীদের গুণ বিশেষ। আর এটা হল মুক্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা পাওয়ার মাধ্যম। দুর্বল-অসহায়ের সাহায্য করতে হয় এবং তাদের পাশে দাঁড়াতে হয়। ফকীর ও মিসকীনের সমব্যথী হতে

হয় এবং তাদের জন্য কল্যাণকর জিনিস পেশ করতে হয়। আর এটা হল নবীদের চরিত্র। মেহমানদের সম্মান করতে হয় এবং আগত দূতকে তোহফা দিতে ও দান করতে হয়। আর এটা হল মহান আল্লাহর বান্দাদের গুণ বিশেষ। বিদপগ্রস্তদের বিপদে সাহায্য করতে হয় তাদের থেকে তা নিবৃত্ত করতে হয়। সত্য কথায় নেকী পাওয়া যায়। সত্যবাদিতা ছিল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সুমহান চরিত্র। আমানত আদায় এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেন, যে তাঁর বান্দাদের সম্মান করে। দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির আতঙ্ক দূর করা, তার জন্য তা সহজ করে তোলা এবং জ্ঞানী-জনদের বান্দার উপর আপতিত সমস্যা সম্পর্কে আবহিত করা মুস্তাহাব। সৎ নারীর প্রভাব তার স্বামীর উপর পড়ে। স্বামীকে সাহায্য ও সৎ পরামর্শ দেয়। তার কথা শুনতে হয়, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান থাকে, তার নিকট কি রয়েছে তা জানার জন্য এবং পরীক্ষা ও উপলব্ধির জন্য। প্রত্যেক নবীদের-তাঁদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষণ হোক!-দাওয়াত একই ছিল। তাঁরা একে অপরের সত্যায়ন করেছেন। রাসূল-গণের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা অতি অনিবার্য ব্যাপার, এটা অতীতের সুন্নত এবং অবধারিত ফয়সালা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও ওলীদের জন্য বিপদাপদ নির্ধারিত করেছেন। তিনি (বিপদাপদ দিয়ে) তাঁদের পরীক্ষা করতে চান এবং শেষ সাফল্য তাঁদেরই জন্য নির্দিষ্ট। বিজ্ঞ-জনদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনার এবং বিশেষ জ্ঞানীদের কাছ থেকে সুবুদ্ধি অর্জন করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে যা কিছু ঘটেছে, তা অতীতের সমূহ আসমানী কিতাবে, বা কোনো কোনো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। জিবরীল-عليه السلام-মূসা-عليه السلام-এর

নিকটেও ঐরূপ আসতেন, যেরূপ আমাদের রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট আসতেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: ((فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي- إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: [يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ] (المدثر١-٥) قال: ثم تتابع الوحي))[رواه البخاري ومسلم ٤٩٢٥-١٦١]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি অহীর বিরতি প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, "একদা আমি পথ চলাকালে আসমান থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি উপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসনে বসে রয়েছেন। এতে আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম এবং বললাম, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করলেন, "হে চাদরাবৃত, উঠ, সতর্ক কর, তোমার প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" এর পর থেকে অহী একের পর এক নাযিল হতে লাগল। (বুখারী ৪৯২৫, মুসলিম১৬১)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, অহী শুরু হয় হেরা গুহা থেকে। আর তা শুরু হয় মহান আল্লাহর এই বাণী দিয়ে, "ইক্বরা বিসমে রব্বি কাল্লাযী খালাক্ব" তোমার প্রতিপালকের নামে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" হাদীসে খাদীজা-নাযিয়াল্লাহু আনহা-র ফযীলতের কথাও রয়েছে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ -ﷺ-এর দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। আসমান ও যমীনের মাঝখানে যিনি বসেছিলেন, তিনি হলেন, জিবরীল-عليه السلام-ইতিপূর্বেও যে তিনি এসেছিলেন সে কথারও প্রমাণ হয়। মহান আল্লাহর অসীম শক্তির কথাও রয়েছে যে, তিনি ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন আকৃতি দান করতে পারেন। নবীদের অন্তরেও ভীতি প্রবেশ করে। অহী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অবস্থায় আসত। আধিক্য এবং ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে অহীর কোনো অবস্থা অপরের চেয়ে আরো মহত্তর হয়। পোশাককে অপবিত্রতা থেকে পাক রাখতে হয়। আর এই হাদীসেরই ভিত্তিতে আলেমগণের কেউ কেউ নামাযে কাপড় পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। হাদীসে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, দ্বীনের আংশিক বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। যেমন আয়েশা সহ কিছু সংখ্যক সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মনে করেন যে, সূরা 'ইক্বরা' সর্ব প্রথম নাযিল হয়। কিন্তু জাবির-رضي الله عنه-এর খেয়াল হল, সূরা 'মুদ্দাসসের' প্রথম নাযিল হয়। আর 'ক্বুম ফা আনযীর' এর অর্থ হল, তাকে আযাবের ভয় দেখাও, যে তোমার উপরে ঈমান আনে না।

অহীর কঠিনতা

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ)) [رواه مسلم ٢٣٣٤]

উবাদা ইবনে সামেত-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবীর উপর যখন অহী নাযিল হত, তখন তিনি চরম কষ্ট বোধ করতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ধুলি মলিন হয়ে যেত। মুসলিম)

হাদীসের 'কুরিবা' শব্দের অর্থ হল, তিনি-ﷺ-(অহীর) সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। আর 'তারাব্বাদা' শব্দের অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর যা নাযিল হত, তার শান এত মহান যে, তাতে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং লাল হয়ে যেত। কারণ, অহী মহান আল্লাহর কালাম। তাতে এমন আদেশ ও নিষেধাবলী এবং এমন বহু ধমক ও খবরা-খবর রয়েছে যে, তা বহু শিশুর মস্তককে শুভ্র বানিয়ে দেয়। যার জন্য শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে এবং যার ভয়ে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ)) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ)) [رواه البخاري ٥ ومسلم ٤٤٨]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী, "লা-তুহাররিক

বিহি লিসানাকা লি তা'জালা বিহি' 'তুমি অহী নাযিলের সাথে সাথে তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিভ নাড়বে না'। সম্পর্কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর যখন অহী নাযিল হত, তখন তিনি কষ্টবোধ করতেন এবং তিনি (অহী মুখস্থ কারার জন্য) ঠোঁট দুটি দ্রুত নাড়তেন। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি ঠোঁট দু'টি ঐরূপ নাড়ছি, যেরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নাড়তেন। অতঃপর মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তুমি অহী নাযিলের সাথে সাথে (তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য) তোমার জিভ নাড়বে না। তা মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। অর্থাৎ, তোমার বক্ষে তা জমা করে দেব এবং তুমি পড়বে। অতঃপর আল্লাহ বললেন, "যখন আমি তা পড়ি, তখন তুমি তাঁর অনুসরণ কর।" অর্থাৎ, নিশ্চুপে মন দিয়ে শুন। "অতঃপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার।" অর্থাৎ, তোমাকে পড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমার। এরপর যখন জিবরীল-عليه السلام-অহী নিয়ে আসতেন, তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অতঃপর যখন জিবরীল-عليه السلام-চলে যেতেন, তখন নবী-ﷺ-তাঁর মত করে পড়তেন। (বুখারী ৫, মুসলিম৪৪৮)

হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন থেমে থেমে সুবিন্যস্তভাবে পাঠ করতে হয়। কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্তটা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জন্য বড় কঠিন ও ভারী হত। কেননা, এতে তাঁকে তাঁর সমস্ত ধ্যান ও গুরুত্বকে অন্য কিছু থেকে ফিরিয়ে কেবল অহীর প্রতি নিবিষ্ট করতে হত। নেক উদ্দেশ্যে অপরের আচরণ বর্ণনা করা যায়, যদি তা ঠাট্টা ও বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে না হয়। আল্লাহ তাঁর মহান গ্রন্থকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মহান আল্লাহর কিতাবকে স্বীয় অন্তরে সংরক্ষণ করেছিলেন। আর এটা ছিল একটি মু'জিযা।

কারণ, তিনি তো নিরক্ষর ছিলেন। সম্বোধনের সময় বিবৃতি না দিয়ে পরক্ষণে দেওয়া বৈধ। কুরআন পড়ার সময় নিশ্চুপে মনোযোগ দিয়ে শুনাই হল বিধেয়, যাতে তা বুঝার ও (তার আয়াত সম্পর্কে) গবেষনা করার সুযোগ হয়। ছাত্র শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, চুপ থাকবে, গুরুত্ব এবং তার (শিক্ষকের) কথা কাটবে না, এ বর্ণনাও হাদীসে রয়েছে। ইলমের হেফাযত করার প্রতি বড় আগ্রহী হতে হয় এবং তা ভুলে যাওয়ার ও বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে বার বার স্মরণ ও আবৃত্তি করতে হয়। শিক্ষকের উপস্থাপন ও পাঠ করানোর সময় তার অনুসরণ করতে হয় এবং তার পিছে পিছে বার বার আবৃত্তি করতে হয়। আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন মৌখিক আবৃতি ও পঠনের মাধ্যমেও হয়। জ্ঞান অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে অর্জন করতে হয়। কেননা, যে একবারেই সব শিখে, তার একবারেই সব নষ্ট হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা করতে হয়, যাতে তা (অন্তরে) পাকাপোক্ত ও মজবূত হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'যখন জিবরীল-عليه السلام-চলে যেতেন, তখন নবী করীম-ﷺ-ঐভাবেই পড়তেন, যেভাবে জিবরীল-عليه السلام-পড়ে যেতেন।' জ্ঞানার্জনে কষ্ট স্বীকার করতে হয় এবং গৌরবময় জিনিস অর্জন করতে গিয়ে কষ্ট হলেও তাতে ধৈর্য ধরতে হয়।

নেফাক্বের নিদর্শনসমূহ

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [النساء:١٤٢]

"অবশ্যই মুনাফেক্বরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে, আর তিনি তাদের

সাথে প্রতারণা করেন। যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, তখন একান্ত শিথিল-ভাবে দাঁড়ায়। তাদের তো উদ্দেশ্য হয় লোক দেখানো। তাই তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।" (সূরা নিসা ১৪২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ : ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)) [رواه البخاري ومسلم ٣٣-٥٩]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুনাফেক্বের নিদর্শন তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে, তার খিয়ানত করে।" (বুখার ৩৩-মুসলিম৫৯)

হাদীসে রয়েছে যে, নিফাক্ব দু'প্রকারের, কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব এবং আক্বীদা/বিশ্বাস সম্পর্কীয় নিফাক্ব। আর এখানে নিফাক্ব বলতে কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব বুঝানো হয়েছে। কখনো মুসলিমের মধ্যে নিফাক্বের এক বা একাধিক শাখা থাকে। নিফাক্বের শাখা-প্রশাখা অনেক। কোনো কোনো শাখা অপর শাখা থেকে অনেক বিশাল হয়। যে ব্যক্তি (উল্লিখিত) অভ্যাসগুলির উপর অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং বার বার তা করতে থাকবে, সে (মুনাফেক্বের) কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত বিবেচিত হবে। নিফাক্বের এমন কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুনাফেক্ব সাব্যস্ত করে। মিথ্যা কথা বলা হারাম। মিথ্যা বলা মুনাফেক্বদের গুণ বিশেষ। ওয়াদা ভঙ্গ করাও হারাম। মুমিনদের এটা চরিত্র নয়। অনুরূপ আমানতের খিয়ানত করা হারাম। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিফাক্বের অভ্যাসে অভ্যস্ত বিবেচিত হয়। কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব আক্বীদা সম্পর্কীয় নিফাক্বের মত নয়। অর্থাৎ, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মিল্লাত থেকে বহিষ্কার গণ্য হয় না। তবে এটা (কর্ম সম্পর্কীয় নিফাক্ব) মহাপাপসমূহের আওতায় পড়ে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ ﷺ : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) [رواه البخاري ومسلم ٣٤-٥٨]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-রাযী আল্লাহু আনহুমা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক্ব বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে চারটির কোনো একটি পাওয়া যাবে, বুঝতে হবে তার মধ্যেও একটি মুনাফেক্বী দোষ রয়েছে, যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (আর দোষগুলো হল,) আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে, কথা বললে, মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।" (বুখারী-মুসলিম)

হাদীসে রয়েছে যে, মুনাফেক্বদের দোষের সংখ্যা অনেক ও বহু প্রকারের। আর এখানে (উল্লিখিত) সংখ্যাগুলো সীমিত হওয়ার দাবী রাখে না। বরং এছাড়াও মুনাফেক্বদের আরো অনেক দোষ থাকে। নিফাক্বে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, কেউ কম, কেউ বেশী এবং কেউ আবার খাঁটি। ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা হারাম। এটা মুনাফেক্বদের দোষসমূহের সব থেকে বড় দোষ। ঝগড়ার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করাও হারাম। অসভ্য-চোয়ারও যে মুনাফেক্ব হয় এবং দ্বীনের প্রতি যে তার যে কোনো ভ্রূক্ষেপ থাকে না, এটাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ ﷺ : ((آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ)) [رواه البخاري ومسلم ١٧-٧٤]

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ঈমানের আলামত হল আনসারদেরকে ভালবাসা এবং নিফাক্বের আলামত হল আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।" বুখারী১৭, মুসলিম৭৪)

হাদীসে আনসারদের ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। ঈমানের বহু আলামত ও অনেক চিহ্ন রয়েছে। অনুরূপ নিফাক্বেরও বহু আলামত ও অনেক চিহ্ন রয়েছে। আর আনসার কিতাব ও সুন্নাতে বিদ্যমান তাঁদের শরীয়তী নাম, যাঁরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাহায্য করেছিলেন তাঁর মদীনায় হিজরত করার পর। মানুষ তাদের আমল এবং ইসলামের জন্য কষ্ট স্বীকার করার অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী হয়। আনসাররা এই বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হোন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাহায্য ও সহযোগিতা করার কারণে। এ থেকে এও প্রমাণ হয় যে, যারাই দ্বীনের সাহায্য করে, তাদের সকলকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের কর্মসমূহ ঈমানের আওতাভুক্ত। আর ঈমান কর্মের নাম, এতে মানুষের পারস্পরিক তফাৎও রয়েছে। তাই ঈমান বাড়ে ও কমে। ভালবাসা ও বিদ্বেষ পোষণ করাও এমন কর্ম, যাতে নেকী দেওয়া হয় এবং শাস্তিও।

কুফরীর মধ্যে তফাৎ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ ﷺ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) [رواه البخاري ومسلم٤٨-٦٤]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করা কুফুরী।" (বুখারী৪৮, মুসলিম৬৪)

হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথচ সে টের পায় না। কেউ কেউ বলেন, এখানে (হাদীসে) কুফরী বলতে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী প্রকৃত কুফরীকে বুঝানো হয়নি, বরং কুফরী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে খুব বেশী সতর্কতার জন্য। আবার কোনো কোনো ইমামগণ বলেন, এটা তার উপর কার্যকরী হবে, যে (মুসলিমকে) গালি দেওয়া ও (তার সাথে) ঝগড়া করাকে বৈধ মনে করবে। কাবীরা গোনাহ এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফাসেক্ব সাব্যস্ত করে। আর সে মুসলিম হলেও তার কাবীরা গোনাহের কারণে ফাসেক্ব। মুসলিমকে গালি দেওয়া হারাম। কেননা, তার মান-সম্মান (অন্য মুসলিমের জন্য) হারাম। আর এরই অন্তর্ভুক্ত হল, গীবত করা, কটুবাক্য বলা, অভিসম্পাত করা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। মুসলিমের রক্তও হারাম। যে মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ ভাববে সে কাফের গণ্য হবে। এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর 'জাওয়া মিউল কালিম' (বহুল অর্থ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত বাক্য)এর শামিল। দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য, অথচ এর মধ্যে রয়েছে (শরীয়তের) বহু বিধান।

কাবীরা গোনাহের কারণে মুসলিম কাফের গণ্য হয় না

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ((بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ،

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ)) فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ [رواه البخاري ١٨]

উবাদা ইবনে সামেত-ﷺ-যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং যিনি আক্বাবা রাতের একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর আশেপাশে একদল সাবাহীর উপস্থিতিতে বললেন, "তোমরা আমার নিকট এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না। চুরি করবে না। ব্যভিচার করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কারো উপর মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা পালন করবে, সে আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলোর কোনো কিছু করে বসে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে যায়, এ শাস্তি তার জন্য কাফফারাতে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি ওগুলোর কোনো কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন করেন, তার ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। তখন আমরা এর উপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট প্রতিজ্ঞা করলাম। (বুখারী১৮)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-প্রয়োজনের দাবী এবং পরিস্থিতি অনুপাতে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। আর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাওহীদের বিষয় এবং সব থেকে বড় গোনাহ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা। চুরি করা হারাম এবং তা কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। ব্যভিচার করাও উম্মতের উপর হারাম এবং তা সব থেকে বড় অপরাধ। খাওয়ানোর ভয়ে সন্তানদের হত্যা করা নিষেধ

এবং তা জাহেলিয়াতের কর্মসমূহের আওতাভুক্ত। মিথ্যা কথা বলা এবং মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম। ভাল কাজে আনুগত্য করতে হয়। এতে অবাধ্যতা হারাম। নেক কর্মসমূহের সাওয়াব আল্লাহর কাছেই তলব করতে হয়, গায়রুল্লাহর কাছে নয়। বান্দার উচিত যা আল্লাহর নিকট আছে, তা স্বীয় আমল দ্বারা চাওয়া। শির্ক করাও একটি কর্ম। যে পাপসমূহ ত্যাগ করে, তাকে আল্লাহ ত্যাগ করার জন্য এবং এর উপর ধৈর্য ধরার জন্য নেকী দেন। (শরীয়তের) দূবিধিগুলো (পাপ থেকে) পবিত্র করে এবং (পাপ) মোচন করে। বালা-মুসীবতও অনুরূপ। যদি কেউ এমন কাজ করে, যা দণ্ডদান অপরিহার্য করে, তার জন্য আবশ্যক নয় যে, সে নিজেকে দণ্ডের জন্য পেশ করবে, বরং সে তা গোপন ক'রে তাওবা করবে। কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারীরা আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, আবার ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। মহাপাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলিমই থাকে, কাফের হয় না, যদি সে তা বৈধ মনে না করে। কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারী জাহান্নামে যেতেও পারে। অতঃপর তাওহীদের অসীলায় আবার সেখান থেকে বের হবে। সমূহ আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ঈমান পুণ্যময় কাজের দ্বারা বাড়ে এবং পাপের কারণে ঘটে। তবে এ ব্যাপারে মতভেদকারীরা মতভেদ করেছে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فإذا هو نائم، ثم أتيته وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ:وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)) ثلاثا، ثم قال في

الرابعة: ((عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ)) [رواه البخاري ومسلم٥٨٢٧ -٩٤]

আবূ যার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-এর কাছে আসলাম তখন তিনি সাদা একটি কাপড় জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার তাঁর কাছে আসলাম, তখনও তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার যখন আসলাম, তিনি জাগলেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, সে নিশ্চয় জান্নাতে যাবে।" আমি বললাম, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে, তবুও? তিনি বললেন, "যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে, তবুও।" আমি আবার বললাম, যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তবুও? তিনি বললেন, "যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে, তবুও।" তিনবার পর্যন্ত তিনি এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। চতুর্থবারে তিনি বললেন, "আবূ যারের নাক ভূলুণ্ঠিত হোক!" (বুখারী ৫৮২৭-মুসলিম৯৪)

হাদীস দ্বারা প্রমিণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর উম্মতের প্রতি বড় দয়াবান এবং করুণাসিক্ত ছিলেন। কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারী কাফের বিবেচিত হবে না, যদি সে তা বৈধ মনে না করে। তাওহীদবাদী পাপীদের শেষ ঠিকানা হবে জান্নাত। তাওহীদই হচ্ছে পাপ মার্জনকারী মাধ্যমসমূহের সব চেয়ে বড় মাধ্যম। 'রিদ্দা' (দ্বীন ত্যাগ করা) সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়। শেষ আমলই লক্ষ্যণীয়। জটিল ব্যাপারে আলেমকে জিজ্ঞাসা করতে হয় এবং সন্দেহের সৃষ্টি হলে বার বার তাঁকে প্রশ্ন করতে হয়। কোনো কোনো কটুবাক্য দ্বারা ছাত্রকে আদব শিক্ষা দিতে হয়, যাতে সে সঠিক উদ্দেশ্য বুঝার প্রতি মনোযোগী হয়।

শাফাআ'ত (সুপারিশ করা) প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ)) [رواه البخاري ٩٩]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআ'ত পেয়ে সব চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান কে হবে? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "আমার ধারণা এটাই ছিল যে, এ ব্যাপারে তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা, আমি দেখছি হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ অনেক বেশী। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআ'ত লাভ ক'রে সেই ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান, যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে।" (বুখারী ৯৯)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সকল তাওহীদবাদী সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর শাফাআ'ত লাভের আওতায় পড়বে, এমনকি কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারীরাও। পক্ষান্তরে মুনাফেক্বরা, তাঁর শাফাআ'তের আওতায় পড়বে না। কেননা, তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও, তাতে তাদের সততা ও নিষ্ঠা থাকে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর উম্মতের জন্য শাফাআ'ত করবেন। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলত অনেক। তা হল প্রত্যেক কাজের মূল। হাদীস ও জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহী হওয়ার মর্যাদাও অনেক। আবূ হুরাইরা-ﷺ-এর ফযীলত এবং হাদীসের প্রতি

তাঁর যে কত আগ্রহ ছিল, সে কথাও হাদীসে রয়েছে।

জান্নাতে মু'মিনরা প্রতিপালকের দর্শনলাভে ধন্য হবে

عَنْ جَرِيرٍ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القمر، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا)) [رواه البخاري ومسلم ٤٨٥١-٦٣٣]

জারির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালককে ঐভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। কাজেই সূর্য উদিত হওয়ার এবং তা অস্ত যাওয়ার পূর্বেকার নামাযগুলি যদি (শয়তানের উপর বিজয়ী হয়ে) আদায় করতে পার, তবে তাই-ই করবে।" (বুখারী ৪৮৫১-মুসলিম ৬৩৩)

হাদীসে আখেরাতে মু'মিনদের জন্য তাঁদের মহান প্রভুর দর্শনকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের প্রতিপালকের দর্শন ঐরূপ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে, যেরূপ তারা চাঁদকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এর অনেক ঊর্ধ্বে। আর এই দর্শনকে সহজকারী মাধ্যমসমূহের বড় মাধ্যম হল নামায। বিশেষ করে ফজরের ও আসরের নামায। যে ফজরের ও আসরের নামায সযত্নে আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ, এই নামায দু'টি ঘুমের ও অবসাদ সময়ে পড়তে হয়। সৎকর্মসমূহ কল্যাণের মাধ্যম হয়। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহর দর্শন

হল সব চেয়ে বৃহৎ নিয়ামত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর মহান সত্তার দর্শন লাভে ধন্য করেন!

عن عُبَادَةَ بْنِ الصامتِ ﷺ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى تَمُوْتُوْا)) [احمد، صحيح الجامع ٢٤٥٩]

উবাদা ইবনে সামিত-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা না মরা পর্যন্ত কখনোই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না।" (আহমদ, সাহীহুল জামে ২৪৫৯)

হাদীস দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখা যাবে না। বরং তাঁর দর্শন কেবল আখেরাতে হবে। তাঁর মু'মিন বান্দারা তাঁকে দেখবেন এবং তাঁর শত্রু কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত হবে। এতে মতের বিদআতীদের খণ্ডন হয়, যারা আখেরাতে মহান আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করে। কেননা, হাদীসে মৃত্যুর পর মু'মিনদের জন্য (আল্লাহর) দর্শনকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ أُنَاساً فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟----))

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম-ﷺ-এর যুগে কিছু লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "হাঁ।" মেঘমুক্ত আকাশে দিনের আলোতে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদকে দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? সকলেই উত্তর দিল, না, হে আল্লাহর রাসূল!

তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, 'চাঁদ ও সূর্যের কোনো একটিকে দেখার ব্যাপারে যতখানি অসুবিধা মনে কর, কিয়ামতে মহান ও বরকতময় আল্লাহকে দেখতে ততখানি অসুবিধা হবে মাত্র। একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে যে, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত করতো, সে তার অনুসরণ কর। সুতরাং যারা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তি এবং পাথরের পূজা করতো, তারা সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। শেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী সৎলোক, পাপী ও কিছু আহলে কিতাব ব্যতীত আর কেউ বাকী থাকবে না, তখন ইয়াহুদীদের ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়রের ইবাদত করতাম। তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বললে। আল্লাহ কাউকে স্ত্রী ও সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে (কোনো একদিকে) ইঙ্গিত ক'রে বলা হবে, ঐ যে পানি সেখানে যাও না কেন? এইভাবে তাদেরকে এমন আগুনে একত্রিত করা হবে, যা দেখতে মরীচিকার মত, যার একাংশ অপরাংশকে আক্রমণ করবে। আর এইভাবে তারা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারপর খ্রীষ্টানদের ডাকা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা মসীহর ইবাদত করতাম। তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ কাউকে সঙ্গিনী ও সন্তান বানাননি। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি চাও? তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে (কোনো একদিকে) ইঙ্গিত ক'রে

বলা হবে, ঐ যে পানি সেখানে যাও না কেন? এইভাবে তাদেরকে এমন আগুনে একত্রিত করা হবে, যা দেখতে মরীচিকার মত, যার একাংশ অপরাংশকে আক্রমণ করবে। আর এইভাবে তারা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী সৎলোক ও পাপী ব্যতীত আর কেউ বাকী থাকবে না, তখন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন সেই আকৃতির বিপরীত আকৃতিতে যে আকৃতিতে ইতিপূর্বে তারা তাঁকে দেখেছে। বলবেন, তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? সকলেই তো আপন আপন উপাস্যের দলভুক্ত হয়ে গেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়ায় যখন আমাদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, তখন আমরা লোকদের বর্জন করেছিলাম, তাদেরকে সঙ্গী বানাইনি। আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তখন তারা বলবে, আমরা আল্লাহর নিকট তোমার থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি না। (এই কথাটা তারা দু'বার অথবা তিনবার বলবে)। এমনকি কেউ কেউ ফিরে যেতে উদ্যত হবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের ও তাঁর মাঝে কি কোনো এমন নিদর্শন আছে, যার দ্বারা তোমরা তাকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হাঁ। এরপর আল্লাহর গোছা পর্যন্ত পা উন্মোচিত হবে। তখন যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্য সাজদা করে থাকে, তাদের সকলকে সাজদা করার অনুমতি দিবেন। কিন্তু যে বাঁচার জন্য ও লোক দেখানোর জন্য সাজদা করে থাকে, আল্লাহ তার পিঠকে কঠিন বানিয়ে দেবেন। যখনই সে সাজদা করতে যাবে, তখনই সে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর তারা তাদের মাথা তুলবে। আল্লাহ তাঁর আকৃতি সেই আকৃতিতে পরিবর্তন করে নিবেন,

যে আকৃতিতে তাঁকে তারা প্রথমবার দেখেছিল এবং বলবেন, আমিই তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, হাঁ, তুমিই আমাদের প্রভু। অতঃপর জাহান্নামের উপর পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। শাফাআ'তের অনুমতি দেওয়া হবে। সকলেই বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! বাঁচিয়ে নাও, বাঁচিয়ে নাও। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! পুলসেরাত কি? তিনি বললেন, "এমন স্থান, যেখানে পা টেকে না। সেখানে থাকবে খামচিয়ে তুলে নেওয়ার অস্ত্র-সাঁড়াশি। আর থাকবে শক্ত কাঁটা, যাকে 'সাদান' বলে। মু'মিনরা চোখের পলকের, বিদ্যুতের, বাতাসের, পাখির এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার ও উঁটের গতিতে এ পুল অতিক্রম করবে। কেউ বিলকুল নিরাপদে পেরিয়ে যাবে, কেউ (শরীরে) আঁচড় খেয়ে বেঁচে যাবে এবং কেউ কেউ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর যখন মু'মিনরা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে, তখন-সেই আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ!-তারা স্বীয় জাহান্নামী ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট যেভাবে আবেদন পেশ করবে, দুনিয়াতে তোমাদের কেউ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে স্বীয় অধিকার অর্জনের জন্য ঐভাবে আবেদন পেশ করে না। তাঁরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা তো আমাদের সাথেই রোযা রাখতো এবং নামায আদায় ও হজ্জ করতো। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাদেরকে চিনো, তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নাও। আর তাদের শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে। তখন তারা এমন অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে, যাদের (কারো) পায়ের অর্ধেক রলা পর্যন্ত এবং (কারো) হাঁটু পর্যন্ত আগুন খেয়ে নেবে। অতঃপর বলবেন, হে আমাদের রব্ব! যাদের ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে, তাদের কেউ আর

জাহান্নামে অবশিষ্ট নেই। তখন (আল্লাহ) বলবেন, যাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এস, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে। তখন আবার তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবে। তারপর বলবে, হে আমাদের প্রভু! যাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলে, তাদের কাউকে ছাড়েনি। তখন (আল্লাহ) বলবেন, যাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এস, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে। তখন আবার তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। তারপর বলবে, হে আমাদের প্রভু! যাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলে, তাদের কাউকে ছাড়েনি। তখন (আল্লাহ) বলবেন, যাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এস, যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান পাবে। তখন আবার তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। অতঃপর বলবেন, হে আমাদের প্রভু! যাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে ছিলে, তাদের কাউকে ছাড়েনি। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া এবং মু'মিনসহ সকলেই সুপারিশ করেছে। এখন সব চেয়ে বড় দয়াবান (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই। এরপর জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি উঠিয়ে তা হতে এমন কিছু লোককে বের করবেন, যারা কোনো দিন কোনো সৎকর্ম করেনি। তারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে থাকবে। ফলে তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত একটি নদীতে নিক্ষেপ্ত করা হবে, যাকে 'নাহরে হায়াত' সঞ্জীবনী নদী বলা হয়। সেখান থেকে তারা স্রোতের ধারে অঙ্কুরিত বীজের মত সজীব হয়ে বের হবে। দেখো না, উক্ত বীজ পাথরের কাছে ও গাছের কাছে হয়, যার মুখ সূর্যের সোঝা হয়, তা হলুদবর্ণ ও শ্যামল হয় এবং ছায়াতে হলে সাদা হয়। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে

আপনি গ্রামাঞ্চলে (পশু) চরাতেন? তিনি বললেন, তারা মুক্তার দানার মত চমকাতে থাকবে। তাদের গর্দানে সোনার অথবা অন্য কিছুর তৈরী কোনো জিনিস ঝুলানো থাকবে। জান্নাতবাসীরা তা দেখে চিনবে যে, এরা হল আল্লাহ কর্তৃক মুক্তি প্রাপ্ত এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ না আছে তাদের কৃত কোনো আমল, আর না আছে পূর্বে পেশ করা কোনো নেকী। অতঃপর বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ কর, সেখানে যা কিছু দেখবে, তা সবই তোমাদের জন্য। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যা কিছু তুমি দান করেছ, বিশ্বের কাউকে তা দাওনি। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম জিনিস রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব্ব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? তিনি বলবেন, (এর চেয়ে উত্তম জিনিস হল) আমার সন্তুষ্টি। এর পর তোমাদের উপর আমি কোনো দিন অসন্তুষ্ট হব না।" (বুখারী৪৫৮১-মুসলিম১৮৩)

হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কিয়ামতের দিন মু'মিনরা তাদের প্রতি-পালকের দর্শন লাভ করবে। আর এ কথাও সাব্যস্ত হয় যে, মহান আল্লাহর পা আছে। তবে তা সাদৃশ্যহীন ও অতুলনীয়। "কোনো কিছু তাঁর মত নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" তারা সবাই পথভ্রষ্ট, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্য বানিয়েছে। তাওহীদবাদী পাপীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। কাবীরা গোনাহ সম্পাদনকারীদের আযাবও হতে পারে, যদি তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ক্ষমা না করেন। 'রিয়া' তথা লোক দেখানী কাজ করা বড় বিপজ্জনক জিনিস। আর তা হল ছোট নিফাক্ব। যে লোককে দেখানোর জন্য আমল করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং হজ্জ করে। দুনিয়ার

সমূহ আমল ও বিধান বাহ্যিকের উপরেই মেনে নিতে হবে, গোপনীয় ব্যাপারের মালিক আল্লাহ। ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া এবং মু'মিনরা যে সুপারিশ করবে, সে কথাও হাদীসে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রমাণও হাদীসে রয়েছে। তিনি তাঁর ওলীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর শত্রুদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আর এটা (সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট) হওয়া তাঁর গৌরবময় সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করার কথাও হাদীসে বলা হয়েছে। এই পুল পারাপার আমল অনুপাতে হবে। আর হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর আকার আছে, যা তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো সৃষ্টবস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য নেই। আর হাদীসে আখেরাত সম্পর্কীয় অদৃশ্য বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত এমন জিনিস দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যা দুনিয়াতে মানুষের নিকট পরিচিত।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	প্রারম্ভিক
৬	ইসলাম ও ঈমান একই জিনিসের দু'টি নাম
১২	ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ
১৬	ইসলামের মাহাত্ম্য
২৭	ইসলামের রুকনসমূহ
২৮	ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও তার নিদর্শন
৩২	তাওহীদ অবলম্বনের নির্দেশ
৩৬	তাওহীদের ফযীলত
৩৮	তাওহীদবাদী পাপী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না
৪০	শির্ক থেকে সতর্ককরণ
৪৬	ঈমানের ফযীলত
৪৭	ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও তার নির্দেশ
৫৬	ঈমান বাড়ে ও কমে
৫৯	'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী
৬৮	আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী
৯০	নবী করীম-ﷺ-এর উপর অহী কিভাবে আসত
৯৯	অহীর কঠিনতা
১০২	নেফাক্বের নিদর্শনসমূহ
১০৫	কুফরীর মধ্যে তফাৎ
১০৬	কাবীরা গোনাহের কারণে মুসলিম কাফের গণ্য হয় না
১১১	জান্নাতে মু'মিনরা প্রতিপালকের দর্শনলাভে ধন্য হবে